★ মানুষের হিসাব নিকাশের সময় নিকটবর্তী অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।
(সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত-১)

★ তাদের কাছে তাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেয়ার ছলে শ্রবণ করে।
(সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত-২)

★ আল্লাহ বলেন-আমি আপনাকে (মোহাম্মদ সাঃ কে) সমগ্র মানবজাতির জন্য সু-সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রুপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।
(সুরা আসসাবা, আয়াত-২৮)

★ হাদিসঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

★ হাদিসঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।
(ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

★ হাদিসঃ রাসূল (সাঃ) বলেন-আমার পক্ষ হইতে একটি বাণী হইলেও পৌছাইয়া দাও।



মুসলিম উম্মাহর সতর্কবাণী অতিশীঘ্রই

ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর আগমন



রাকিবুল ইসলাম (বাবলু)

মুসলিম উম্মাহর সতর্কবাণী অতিশীঘ্রই

ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী (আ.)

ও

ঈসা (আ.)-এর আগমন

রাকিবুল ইসলাম (বাবলু)

সূচিপত্র

মুরুব্বীগণের দু'আ

আমার স্নেহের রাকিবুল ইসলাম (বাবলু) একজন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আমার ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণের দলিল ভিত্তিক ওয়াজ নছিহত শুনে শুনে তার ইসলামী চিন্তা চেতনায় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা জন্মে। তাই তিনি বইখানা অনেক কষ্ট সাধনার পরে বিভিন্ন স্থান হইতে কেয়ামতের ভবিষ্যতবাণী সংক্রান্ত ন্যূনতম হলেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেছে। এই বই ব্যক্তিগত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাসমূহ গ্রহণযোগ্য বলে অনুধাবন করা যায়। অতএব, রাসূলে কারীম সা. এর পবিত্র বাণীর আলোকে এখন আমরা কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। তাই এখন আমাদের জাগতে হবে। মুক্তির পথ ধরতে হবে। এবং কাল বিলম্ব না করে সমগ্র উন্মাহর মুক্তির পথে এগিয়ে আসতে হবে।

আমার মতে এই বইটি সকল মুসলিম পাঠকের পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি। দু'আ করছি সমগ্র উম্মাহর জন্যে বইটি যেন উপকারী হয়। সকল মুসলিম উম্মাহর দ্বীন, ঈমান ও আমলের জন্য সচেতন হলে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে ইনশাআল্লাহ। আমি সম্পূর্ণ বইটি দেখেছি।

মাওলানা ওমর ফারুক

স্বাক্ষর

সূচনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার যিনি অতি দয়াময় ও ক্ষমাশীল এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানাই আমার প্রাণের রাসূল (সাঃ) এর প্রতি। সকল মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এবার মূল কথায় আসি। আমি রাকিবুল ইসলাম (বাবলু) মহান মালিকের এক নগণ্য বান্দা এবং নাবীয়ে দোজাহা (সাঃ) এর আদনা উম্মত। ২০১৭ সালের দিকে হঠাৎ আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ হলো যে, ইসলামের ইতিহাসে পৃথিবীর বুকে অতীতে যা ঘটার ঘটে গেছে তাতে আমার কিছু করণীয় নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কী ঘটবে তা সন্ধান করে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাই বিভিন্ন মাধ্যমে আমি রাসূল (সাঃ) এর আখেরী জামানার হাদীছ গুলো অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করেছি। যাতে মগজ ও চিন্তা শক্তি ব্যবহার করে দেখলে আপনি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের ও বিশ্ব মুসলিম ভাই বোনদের তাকদীর খুব শীঘ্রই বর্তমানের জুলুম অত্যাচারের ছোবল থেকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন রক্ষা করবেন তার মনোনীত ইমাম/আমিরের মাধ্যমে। সুতরাং সু-সংবাদ গ্রহণ করুন। খুব শীঘ্রই আল্লাহ্‌র মনোনীত খলিফার মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডিন হতে যাচ্ছে ইমাম মাহমুদ ও ইমাম মাহদী আঃ এর মাধ্যমে।

২০১৯ সালের প্রথম দিকে একদিন স্বপ্নযোগে দুজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, ইমাম মাহদী (আ.) আগমন হয়েছে। আমি অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম কি? তখন বললো, ইমাম মাহদী (আ.) আসছে। একথা শুনে স্বপ্নে আমি এই ভেবে কাঁদলাম যে, ইমাম মাহদী (আ.) আসা মানেতো দুনিয়া'র সময় শেষ। কিন্তু কোনো নেক আমল করা হলো না। এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তো এ ব্যাপারে বেখবর হয়ে আছে। তা হলে উপায় কি? এই ভেবে স্বপ্নে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পরলাম। তখনই ঘুম ভাঙ্গলো কান্নাসহ। তারপরে বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় বসে থেকে ২/৩ বার কাঁদলাম। এর কয়েকদিন পর আরেকটি স্বপ্নে দেখি, আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার সামনে কমপক্ষে ২০ গজ দূরে বস্ত্রহীন এক সুদর্শন যুবক তার ডান হাত দ্বারা তার মাথায় পানি ঢালছে। মনে হলো তিনি গোসল করছেন। তখন আমার মনে হলো আল্লাহ তাকে পবিত্র করছেন। (আমার জানামতে স্বপ্নে বস্ত্রহীন মানুষ দেখা মানে সে জান্নাতি) তার গায়ের রং ছিল সোনালী রঙের মত উজ্জ্বল। আকৃতি খাটোও নয় আবার অধিক লম্বাও নয়। আমি তাকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ডানপাশ থেকে একটা কণ্ঠ এসে বলল, ইনিই ইমাম মাহদী (আ.)। একথা শুনার পর স্বপ্ন শেষ হয়। তখন ভাবতে শুরু করলাম ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের কথা আলেমদের বয়ান দ্বারা মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রচার করবো। কিন্তু অর্থের অভাবে মাহফিল করা সম্ভব হয়নি বিধায় চিন্তায় বিভোর ছিলাম। আল্লাহর রহমতে একদিন স্বপ্নে দেখি বিশাল বড় একটি পোস্টারে ইমাম মাহদী (আ.) নাম লেখা। আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে মনে হল পোস্টারে খরচ কম হবে। পোস্টার করে প্রচার করব। কিন্তু ভেবে দেখলাম পোস্টারে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়, তাই বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম।

হযরত ঈসা আঃ বলেছেন কোন ব্যক্তি তাহাই পায় যাহা সে খোঁজে। হে দ্বীন প্রিয় মুসলিম ভাই কখনও কি তল্লাশি করেছেন বা নিজেকে প্রশ্ন করেছেন? মুসলিম দেশ মুসলিম শাসক তবু কেন নির্দোষ আলেম গোম ও কারাবন্দী হচ্ছে?

রাসূল সাঃ এর মাতৃভূমিতে কেন ইহুদী কালচার পালন করে ইসলামকে হাস্যকর রুপে পরিণত করা হচ্ছে? আল্লাহ পাক রাব্বুল আল-আমিন রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে আমাদের সব কিছু জানিয়েছেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর মুসলিমগণ আমরা শুধু ধারণার উপর সময় অতিবাহিত করছি যে, সকল যুগেই মুসলিমদের উপর নির্যাতন হবেই স্বাভাবিক। আলহামদুলিল্লাহ এবার আসল সত্য জানার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আসল সত্যটা জানা জরুরী হয়ে পড়েছে। নিশ্চয় রাসূল সাঃ বলেছেন, যে হক্ব কথা গোপন রাখে সে বোবা শয়তান। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে আমি বইটিতে কিছু তথ্য তুলে ধরেছি। অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে বেখেয়াল ও বেখবর হয়ে আছে যাহা ইসলামের গুপ্তধন হয়ে সত্য প্রচার থেকেও চাপা পড়ে আছে। তা হলো হযরত শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহ.) এর "কাসিদায়ে সওগাত" এবং আশ শাহরান এর "আগামী কথন" ইলহামি ভাবিষ্যত বাণী। তাই অজানা বিষয়গুলো জানার জন্য সম্পূর্ণ বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। আগামী কথন এর বাণী ও রাসূল সাঃ এর উল্লেখিত হাদীস গুলো ২০২৩/২৪ সাল থেকেই ঘটবে। পৃথিবী বাসী দেখতে পাবে। বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন অবহেলা না করে তাহলে আপনি জানতে পারবেন গাজওয়াতুল হিন্দ কাকে বলে। কখন গাজওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে। গাজওয়াতুল হিন্দের আমির ইমাম মাহমুদ ও সেনাপতি সাহেবে কিরাণ বাংলাভূমির পবিত্র রুহ। যাদেরকে আল্লাহ ইলহামের মাধ্যমে গাজওয়াতুল হিন্দের পরিচালনা করবেন। বইটি বড় হওয়ার কারণে আরবি এমারত/ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি।

ইমাম মাহমুদ এর পরিচয়

আল মাহমুদ জুয়েল বিন আব্দুল কাদির মাতার নাম- সাহারা। অধিবাসী ঃ- পাকা (ইউনিয়ন)জনপদের অধিবাসী দূর্গম নামক অঞ্চল (প্রাচীন নাম দূর্গম প্রাচীন নাম নাতোর বা নাদোর যার অর্থ দূর্গম) (হিন্দুস্থানের পূর্ব ভূখন্ড) বাংলাদেশ।

মাহদী (আ.) এর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর আগমন

হাদিস-০১ঃ ফিরোজ দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আখেরী জামানায় ইমাম মাহদী (আ.) এর পূর্বে ইমাম মাহমুদ এর প্রকাশ ঘটবে সে বড় যুদ্ধের শক্তির যোগান দিবে তার জামানায় মহাযুদ্ধের বজ্রাঘাতে বিশ্বের অধঃপতন হবে এবং বিশ্ব এই সময় ফিরে আসবে, সে তার সহচর বন্ধু সাহেবে কিরান বারা তাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, যে-বেলাল ইবনে বারা এর বংশদূত হবে তোমরা তাদের পেলে জানবে ইমাম মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশের সময় হয়ে এসেছে। আসরে জহরী পৃষ্ঠা-১৮৭, ইলমে তাসাউফ পৃষ্ঠা-১৮৩, বিহারুল আনওয়ার পৃষ্ঠা-১১৭, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি সহি বলেছেন, আবার কেহ বলেছেন হাসান।[**বি : দ্র :** বজ্রাঘাতে অধঃপতনের পর বিশ্ব ফিরে আসবে মানে আধুনিকতা ধ্বংস হয়ে পৃথিবী প্রাচীন যুগের

ন্যায় যুগ হবে ।]

হাদিস-০২ঃ আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, শেষ জামানায় ইমাম মাহমুদ ও তার বন্ধু সাহেবে কিরান বারা'র প্রকাশ ঘটবে আর তাদের মধ্যে মুসলমানদের বড় বিজয় আসবে আর তা যেন ইমাম মাহদী (আ.) আগমণ এর সময় । কিতাবুল ফিরদাউস-৮৭২

হাদিস-০৩ঃ জাফর সাদিক (রাহ.) বলেছেন পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন ঘটবে না তখন আমি আবু বাছির কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? জাফর সাদিক (রাহ.) বললেন, তোমরা কি এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না?

হাদিস-০৪ঃ সাহল ইবনু সা'দ রাঃ বর্নিত,,,,তিনি বলেন, রছুল (ছ.)--বলেছেনঃ অচিরেই পূর্ব দিকে এক ফিৎনা সৃষ্টি হবে । দ্বিতীয় কারবালার ন্যয় আরেক কারবালা সংঘটিত হবে । আর তা হবে মুশরিকদের দ্বারা । তখন মুমিনদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে । আর তাদের সেনাপতি হবে ঐ সময়ের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি "সাহেবে কিরান"! আর তাদের পরিচালনা করবে একজন ইমাম । যার নাম হবে "মাহমুদ""! অবশ্যই তারা "" মাহদীর ""আগমন বার্তা নিয়ে আসবে । (তারিখুল বাগদাদ, ১২২৯)

হাদিস-০৫ঃ হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি মানুষের জীবনে এমনি একটি সময় আসবে যখন তারা বছরে দুই-একবার, বিপদ গ্রস্থ হবে, যার একটি শুরু হবে বায়ু দ্বারা, মুশরিকদের দূর্গ ক্ষতিগ্রস্থের মাধ্যমে আর শেষ হবে দূর্ভিক্ষের মাধ্যমে । আর এই দূর্ভিক্ষ শেষ হতেই মুশরিকরা একটি ফিতনার সৃষ্টি করবে, তার মোকাবেলার জন্য হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে কিন্তু মুশরিকরা তাদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে যেভাবে তোমরা একটি নির্দিষ্ট দিনে পশু গুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর ফলে তারা পরাজীত হবে, (অর্থ্যাৎ মুসলিমরা পরাজিত হবে) অনুরুপ আরেকটি মুসলিম দল মুশরিকদের দিকে ধাবিত হবে । তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাহায্য থাকবে । তারাই বিজয়ী হবে, তারাই বিজয়ী হবে, তারাই বিজয়ী হবে- তিনবার বললেন । তারপর রাসূল (সাঃ) বললেন তাদের নেতা হবে দুর্বল আহ প্রথম দলটির জন্য কতই না উত্তম হতো যদি তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করত, আমি বললাম হে আল্লাহ রাসূল (সাঃ) তারা তাদের নেতাকে গ্রহণ করবে না কেন? তিনি (সাঃ) বললেন সে সময় তারা নিজেরাই নিজেদের কে যোগ্য মনে করবে ।

(আখিরুজ্জামানা আল মাহাদী ফীল আলামাতিল কিয়ামাহ-১১৯)

ব্যাখ্যাঃ হুজাইফা (রাঃ) এর বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা স্বরুপ বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য বলে অনুধাবন করা যায় (আল্লাহ আলীম) যেমন ২০১৯/২০ সাল বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ ও (বায়ু) করোনার ভাইরাস কারণে জামায়েতে সালাত না পড়ে ইমান আমলে বিপদগ্রস্থ, খাদ্য সংঘাত হয়েছিল, আর কোন মুসলিম ব্যক্তি ও যদি কোন মূর্তিকে বা ভাষ্কর্যকে গ্রহণ করে তাহলে সে মুশরিক, সুতরাং বোঝাই যায় মুশরিকদের দূর্গের প্রতিবাদে কত বিপদ এসেছিল ।

কোরআন অবমাননা আলেমদের জীবন নিয়ে টানা হেচড়া এসবই হল বছরের দু একবার বিপদ । শেষ দিকে বন্যার কারণ ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দুর্ভিক্ষ । আরো দুর্ভিক্ষ খুবই নিকটে রয়েছে । দুর্ভিক্ষ শেষ হবার পরেই ফিতনা সৃষ্টি করবে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানেরা । এরপর হিন্দুস্থানের পূর্বাঞ্চল থেকে একদল মুসলিম ধাবিত হবে । তারা পরাজিত হবে । কারণ তারা নিজেদের অহংকার বসে ইমাম মাহামুদের আনুগত্য না করে নিজেদের যোগ্যবান মনে করে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করবে ফলে আল্লাহ তাদের পরাজিত করবে । এরপর আরেকদল মুসলিম ধাবিত হবে সে দলের নেতা হবে দূর্বল, দূর্বল বলতে যা বোঝায় হতে পারে তার দলীয় জনশক্তি কম বা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি নয় বা পরিচিত কোন বড় আলেম নন বা শারিরীক গঠন জীর্ন-শীর্ণ । আর অন্যান্য হাদিসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে এই দুর্বল ব্যক্তি হলেন ইমাম মাহমুদ । যিনি গাজওয়াতুল হিন্দের মুসলিম নেতা । যাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে অন্যান্য হাদিসগুলোতে ও ইলহামি ভবিষ্যৎবাণী কাসিদায়ে সাওগাত এ এবং আগামী কথন এ । আমি পাঠকবৃন্দদের কাছে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত কয়েকটি হাদিসের রেফারেন্স দিতে পারিনি । আজকাল মানুষ হাদিস সহীহ মনে করে যেগুলোতে মজবুত রেফারেন্স থাকে, দুর্বল রেফারেন্স গ্রহণ করে না । কিন্তু আমি মনে করি কোন হাদিসের বাস্তব রুপ যখণ পৃথিবীতে ঘটতে দেখা যায় তখনই সেই হাদিস সহীহ । তাই বলতে চাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে উল্লেখিত আমার এই বইটির একটি হাদিস বা তথ্য অন্য হাদিসকে সত্য প্রমাণ করে বর্তমান দেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিকোণ করলে ও সম্পূর্ণ বইটি পড়লেই বোঝা যাবে আল্লাহু আলিম ।

হাদিস-০৬ঃ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে । সে সময়ে হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে । যার নাম হবে মাহমুদ । পিতার নাম কৃদির । সে দেখতে খুবই দূর্বল হবে । তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্থানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন । (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩০; কাশফুল কুফা, ২৬১)

হাদিস-০৭ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদী নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে । তখন কেবল খোরাসানীরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে । এরূপ হিন্দুস্থানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দেবে । সে সময়ে হিন্দুস্থানের পূর্ব ভূখন্ডের দূর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দূর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে । যার নাম হবে মাহমুদ । তার পিতার নাম আব্দুল । সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্থান বিজয় করবে । (আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩২)

'হাদিস-০৮ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর খুবই নির্যাতন বৃদ্ধি করবে । তখন হিন্দুস্থানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে । যাদের নেতৃত্ব দেবে এক দূর্বল বালক । তার নাম হবে

মাহমুদ। যার উপাধী হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্থান বিজয় করে কাবার পথে ধাবিত হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.) সে কাবার পথে ধাবিত হবে কেন? সে সময়ে কি কাবা গৃহ ইহুদি- খ্রিস্টানদের দখলে থাকবে? তিনি (সা.) বললেন, না। বরং সে খলিফা মাহদীর নিকট বায়াত নিতে আসবে।

(আখীরুজ্জামান আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ ২৩১; কিতাবুল আকিব, ১২৫৬; কাশফুল কুফা, ৭৩২; আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, ১৭০৩)।

হাদিস-০৯ঃ হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, আমি রসূল সা. কে বলতে শুনেছি, শেষ জামানায় মাহদির পূর্বে, হিন্দুস্তানের পূর্বদেশ হতে একজন আমীরের (নেতা) প্রকাশ হবে এবং দুর্গম নামক অঞ্চলের, পাকা নামের জনপদের অধিবাসী হবে। তার নাম মাহমুদ ও তার পিতার নাম কাদের ও তার মাতার নাম সাহারাহ হবে এবং তার হাতে হিন্দুস্তানের বিজয় হবে।

(আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ)

হাদিস-১০ঃ নবীজী (সা.) বলেন এমন এক সময় আসবে যে, দুনিয়ার সব কাফের জাতিরা তোমাদের (মুসলমানদের) ধ্বংশ করার জন্য এমন ভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যে, ঠিক দস্তরখানায় খাবার খাওয়ার জন্য লোকেরা যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। একজন সাহাবী বললেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐদিন কি আমাদের লোক সংখ্যা কম হবে? নবীজী (সা.) বললেন ঐ সময় তোমাদের সংখ্যা প্রচুর হবে, কিন্তু তোমরা বন্যার পানির উপর ভেসে যাওয়া খরকুটার মত হীন হয়ে পড়বে। তোমাদের দুশমনদের হৃদয়ে তোমাদের প্রতি যে ভয় এটা আল্লাহ তায়ালা তুলে নিবেন। তোমাদের অন্তরে আল্লাহ দুর্বলতা ঢুকিয়ে দিবেন। সাহাবারা বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) দুর্বলতা কি? নবীজী (সা.) বলেন হুব্বুত দুনিয়া (অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত)। (দুনিয়ার মহাব্বত হলো স্ত্রী-সন্তান বাড়ি গাড়ি, সুখ শান্তির পিছে ছুটে আল্লাহর এবাদাত থেকে পিছিয়ে থাকা)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আবু হুরায়রা (রা.)-এর গোপন ব্যাগের হাদিস

হাদিস-১১ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে– অবশ্যই পৃথিবী ততোদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ ৫টি শাসকের দেখা পাবে। যারা আল্লাহর দ্বীনকে (ইসলামকে) যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে। আর তারা একই সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি আবু হুরায়রা (রা.) বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সেই পাঁচজনের পরিচয় কি? তিনি উত্তরে বললেন ১. তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে (সৌদি আরব) যার নাম হবে আমার নামের মতো (অর্থাৎ মুহাম্মদ) সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে আর অভিশপ্ত জাতিকে বন্ধু বানাবে (অর্থাৎ ইহুদী, নাসারা) ২. দ্বিতীয় জন, সে বিশ্ব শাসক হইবে আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। ৩. ৩য় জন হিন্দুস্থানের বাদশা সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করবে। ৪. ৪র্থ সে, হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় বাদশা যে মুসলমানদের হত্যা করার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে, আর মুসলিমদের

হত্যায় সে উম্মাদ হয়ে পড়বে। (মানে উঠে পড়ে লাগবে) এবং ৫. ৫ম জন হল একজন নারী শাসক সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বায়াল দেবতার পুঁজা ইবাদত বৃদ্ধি করবে আর মুসলমানদের হত্যা করবে অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে এক দুর্গম অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্ত ঘটাবে এবং মোমিনদের বড় বিজয় আনবে।

হাদিস : কিতাবুল আকিব হাদীস-১৭২ আখেরী জামানা আল মাহদি ফিল আলামাতিল কেয়ামাহ-১৭৫।

ব্যাখ্যা : রাসুল (সা.) বলেছেন ৫ শাসক একই সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। বিশ্ব শাসক (১) ডোনাল ট্রাম্প (২) সৌদির প্রিন্স মোহাম্মদ (৩) হিন্দুস্থানের নাম বলতে হবে? (৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রী হল দেশের ২য় বাদশা (৫) নিম্নের ব্যাখ্যা দেখুন। ২০২০ সাল ৫ শাসক একই সাথে ক্ষমতায় ছিলেন ২০২৩ সাল একই সাথে পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন।

বায়াল দেবতার ইবাদত বলতে কি বোঝায় উদাহরণস্বরুপ

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে আযহাবে কাহাফের ৭/৮ জন যুবক এবং একটি কুকুরের কথা বর্ণনা করেছেন। যারা শহর থেকে পালিয়ে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে ৩০০/৩০৯ বছর এক ঘুমে পার করেছিল। শহর থেকে পালানোর যে মূল কারণ ছিলো তৎকালীন সময়ে রোম সাম্রাজ্যে মৃত সম্রাটদের স্মৃতির স্মরণে ও সম্মানার্থে মূর্তি বা ভাস্কর্য বানিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ও শহরের প্রধান গেটের সামনে মূর্তি স্থাপন করে রাখতো। ভাস্কর্যের সামনে মাথা নিচু করে ও সম্মান প্রদর্শন দেখিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হতো। যারা ঈসা (আ.) এর খাঁটি অনুসারী ছিলো তারা ভাস্কর্যের প্রতি মাথা নত করতো না বা সম্মান দেখাতো না। ফলে তাদের জেলে বন্দি করা হতো, আগুনে পুড়ে শাস্তি দেওয়া হতো এবং হাতে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হতো। আর ঐ যুবকদের প্রধান ছিলো মেক্সিমেলি ইয়ানুছ। তারা ঐ মূর্তি ভেঙ্গেছিলো এবং মূর্তির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছিলো। এজন্য তৎকালীন সময়ের ইহুদী শাসক ডিওক্লেটী ইয়ানুছ (মেক্সিমেলি ইয়ানুছ এর শ্বশুর) ঐ যুবকদের গ্রেফতারের আদেশ জারি করে। ঐ যুবকরা জানতো তারা গ্রেফতার হলে তাদের গর্দান যাবে।তাই তারা পরিবার ও শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহর নির্দেশে তারা গুহায় আশ্রয় নেয়। এ সময় পুরো শহর শিরিক ইবাদতে ভরপুর ছিলো। ঐ সময় যুবকগণ ঈসা (আ.) এর একটি বাণী গভীরভাবে ভাবতেন, ঈসা (আ.) বলেছিলেন, "আজ তোমরা দ্বীনের যে হক কথা গোপনে রাতের আধারে বলছো, একদিন তা চাঁদের আলোর ন্যায় পুরো শহর ছেয়ে যাবে।" যুবকগণ এই বাণীর প্রতি বলতেন কীভাবে তা সম্ভব? কবে আসবে সেই দিন? ৩০০/৩০৯ বছর পর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তারা শহরে প্রবেশ করে যা দেখে তাতে ঐ যুবকদের সবাই অবাক হলেন– পুরো শহর জুড়ে প্রকাশ্যে দিবালোকে ঈসা (আ.;) এর আলোচনা আর মহান আল্লাহ তায়ালার

একত্ববাদ ইবাদত প্রচলন করছে। আযহাবে কাহাফ বাংলা ডাবিং ভিডিও, কোরআন হাদিসের সম্মিলিত বিস্তারিত ঘটনা একটি টিভি সিরিজ আছে যা দেখলে পুরো বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বা'আল দেবতার ইবাদাত বলতে কি বোঝায়। আর আপনি এটাও উপলব্ধি করতে পারবেন যে আবু হুরায়রা (রা.) এ বর্ণিত গোপন ব্যাগের হাদিসে উল্লেখিত ৫ নং শাসকটি কে ? আর আমি এটাই বুঝি কোন মৃত ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনের জন্য বা তার স্মৃতি স্মরণে কোন মূর্তি বা ভাস্কর্য স্থাপন করাকে বা'আল দেবতার ইবাদত বলে।

হাদিস-১২ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন তোমরা মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না অথচ এমন একটি সময় আসবে যখন মুসলমান অঞ্চলে দুইটি শাসক মুশরিকদের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের চেনার উপায় কি? তিনি বললেন তাদের একজন তোমাদের ভূমির হবে (সৌদি) তার নাম হবে আমার নামের ন্যায়। আরেকজন নারী হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসক হবে আর তারা দুজন একই সময় কালের শাসক হবে।
আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফীল আলামাতিল কিয়ামাহ-২৯৬।

বিঃদ্রঃ [ফিলিস্তিনি মুসলিমদের যখন ইজরাইল ইহুদিরা অত্যাচার করে তখন বাংলাদেশ ও সৌদির প্রিন্স মোহাম্মদ, ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। এটা ২০২১ এর মাঝামাঝি।] এসময় পাসপোর্ট থেকে ইজরাইলের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ মুসলমানদের বিপদের সময় সম্পর্ক আরও গভীর করা হয়।

হাদিস-১৩ঃ আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন একদা এক মজলিসে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট সাহাবাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন! হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার বংশের ইমাম মাহদীর আগমন কখন হবে? তিনি বললেন ততোদিন পর্যন্ত ইমাম মাহাদীর আগমন ঘটবে না যতদিন না ৫ শাসকের ধ্বংস হবে আর তারা একই সময়ের শাসক হবে। জিজ্ঞাসা করা হল তারা কোন দেশের শাসক হবে তিনি বললেন তাদের একজন আরব ভূমির শাসক হবে, আর একজন নাসারা বিশ্ব শাসন করবে আর তিনজন হিন্দুস্থান ভূখ-ের হবে, একজন হবে নারী, বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল (সা.) হিন্দুস্থানের শাসকরা কি মুসলমান হবে? তিনি বললেন না, বরং একজন মুসলিম নারী শাসক হবে, তার সকল কর্ম হবে মুশরিকদের ন্যায়। কিতাবুল আকিব-২৯৮।

গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কিত হাদিস

হাদিস-১৪ঃ সুরাইম (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূল সা. বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূঁজারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এমনকি এ যুদ্ধে তোমাদের অবশিষ্ট মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, সেদিন জর্ডান কোথায় অবস্থিত হবে? কাশফুল আসতার আন

জওয়াইদিল বাজ্জার ৪/১৩৮, ৩৩৮৭ মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৩৪৮.৩৪৯, ১২৫৪২, প্র মাকতাবাতুল কুদসি কায়রো– মান : এর সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ হাইসামি রহ. হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি ইমাম তাবারানি (রহ.) ও ইমাম বাজ্জার (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আর বাজ্জারে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য।

হাদিস-১৫ঃ হযরত হুজাইফা (রা:) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, বিশ্ব ব্যাপি অধঃপতন শুরু হবে বা এমনকি মিশর অধঃপতন হবে সম্মুখিন হবে, মিশর নিরাপদ থাকলেও ইরাকের অধঃপতন হবে ডুবে যাওয়ার কারণে, মক্কা-মদীনার অধঃপতন হবে ক্ষুধার কারণে, ইয়েমেনের অধঃপতন হবে পঙ্গ পালের কারনে, ইরানের অধঃপতন হবে চোর ডাকাতের মাধ্যমে তুরস্কের অধঃপতন হবে কুর্দিদের পক্ষ হতে, কুর্দিদের অধঃপতন হবে আমেরিকার পক্ষ হতে, আমেরিকার অধঃপতন হবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে, রাশিয়ার অধঃপতন হবে তুর্কিদের পক্ষ থেকে, তুরস্কের অধঃপতন হবে বজ্রঘাত (বা পারমাণবিক বোমার আঘাতে) পাকিস্তানের অধঃপতন হবে ভারতের পক্ষ থেকে, ভারতের অধঃপতন হবে তিব্বত/চীনের পক্ষ থেকে। চীনের অধঃপতন হবে আমেরিকার পক্ষ হতে। হাদীস তাসকিয়া, লেখক ইমাম কুরতুবী, আন নিহায়া ফিল ফিতান, লেখক ইবনে কাছির, আসসুনান ওয়ারাদাতুল ফিতান।

[বি : দ্র : বর্তমান ২০২৩ এ বিশ্ব মিডিয়ার খবর দেখলে দেখা যায় রাসূল (সা.)-এর এই হাদীসের বাস্তব রূপ দেখা যায় কোন দেশের সাথে কোন দেশ বিরুধ সৃষ্টি হয়ে আছে। এটিই হলো মালহামা যাহা ২০২৫ এ হবে।] (আগামী কথন)

হাদিস-১৬ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেনঃ ইমাম মাহদীর পূর্বে একজন ইমামের আবির্ভাব হবে, তার নাম হবে "মাহমুদ"। তার পিতার নাম হবে আব্দুল। সে দেখতে হবে খুবই দুর্বল। তার চেহারায় আল্লাহ মায়া দান করবেন। আর তাকে সে সময়ে খুব কম লোকই চিনবে। অবশ্যই আল্লাহ সেই ইমাম ও তার বন্ধু যার উপাধি হবে """"সাহেবে কিরান"-তাদের মাধ্যমে মুমিনদের একটা বড় বিজয় আনবেন।"" (ইলমে রাজেন, ৩৪৭, কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৫৪, ইলমে তাসাউফ, ১২৫৩)

হাদিস-১৭ঃ বুরায়দা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি খুব শীঘ্রই মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দেবে, আর নির্বিচারে হত্যা করবে। তখন সেখানকার দূর্গম নামক অঞ্চল তথা "বালাদি লিল উছরো" থেকে একজন দুর্বল বালক তাদের মুকাবিলা করবে। আর তার নেত্রিত্বেই মুমিনদের বিজয় আসবে। রাবি বলেন, তিনি আরো বলেছেন, তার একজন বন্ধু থাকবে যার উপাধী হবে সৌভাগ্যবান। (আস সুনানু ওয়ারাদাতুল ফিতান, ১৭৯১, আস সুনান, ৮০৩)

হাদিস-১৮ঃ হযরত আনাস রাঃ বলেন একদা রাসূল সাঃ এর এক মজলিসে আমি আর বিলাল রাঃ বসা ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সাঃ বিল্লাল রাঃ এর কাঁধে তার ডান হাত রেখে বললেন, হে বিলাল "তুমি কী জানো তোমার বংশে আল্লাহ এক উজ্জল তারকার জন্ম দেবেন যে হবে সে সময়ের সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি। অবশ্যই সে একজন ইমামের সহচর হবে। রাবি বলেন, সম্ভবত রাসূল সাঃ বলেছেন সেই ইমামের

আগমন, ইমাম মাহদীর পূর্বেই ঘটবে।" (আসারুস সুনান, ৩২৪৮)
প্রমাণ পেলেন যে ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ ও সাহেবে কিরান এর নেতৃত্বে মুশরিক মূর্তি পূজারীদের কাছ থেকে ভারত দখল হবে।

হাদিস-১৯ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল থাকবে, যারা হকের পথে যুদ্ধ করবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়বে। (কিতাবুল ফিরদাউস হাদিছ নংঃ ১১৬৭)

ব্যাখ্যাঃ মূলতো আমাদের কিছু ভাইদের ২ টা হাদিছ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি দেখতেছি ও তারা অপপ্রচার করতেছে। তাদের জন্যই নিচে ২ টি হাদিস রাখলাম ও তার সঠিক ব্যাখ্যা দিলামঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্থানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দেবেন।" এবং অতঃপর তারা ঈসা ইবন-ই-মারিয়াম কে সিরিয়ায় (শামে) পাবে।

হাদিস-২০ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন "আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম।" যখন আল্লাহ (সুবঃ) আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম, যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত। ও মোহাম্মদ (সাঃ)। সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মোহাম্মদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী। বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ "খুবই কঠিন. খুবই কঠিন"।
(কিতাবুল ফিতান, ১২৩৬... মুসনাদে আহমদ,শাইখ নাসের উদ্দিন আলবানী রহঃ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন) উক্ত হাদিসে বলা আছে গাজওয়াতুল হিন্দের যোদ্ধারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত করবেন। মানে গাজওয়াতুল হিন্দ এর পরপরই ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাব হবে। হাদিছ ছহিহ। নিচের পড়াটি সম্পূর্ণ করুন, তাহলে এই হাদিছটির উত্তর পাবেন।

হাদিস-২১ঃ হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। ঐ সময় ভারত বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি অংশ হয়ে যাবে। তখন তার সামনে ভারতের সৈন্য বাহিনী গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসে বলা আছে জেরুজালেম এর বাদশার সৈন্যরা ভারত দখল করে, তারপর তারা দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। অর্থাৎ, ভারত দখলের পরপরই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে ও তারা সিরিয়া গিয়ে ইছা আঃ কে পাবে।

এই হাদিস অনুযায়ী, তাহলে অবশ্যই গাজোয়াতুল হিন্দের পূর্বেই, জেরুজালেম মুমিনদের দখলে থাকতে হবে। তা না হলে তো জেরুজালেম এর বাদশা মুসলমানদের সাহায্য করতে আসবেনা। তাহলে কী হবে? চলুন দেখি,

হাদিস-২২ঃ হযরত জবির রাঃ বলেন রাসূল সাঃ বলেছেন, অভিশপ্ত জাতির নিকট থেকে হিন্দুস্থান বিজয়ের সৈনিকরা অর্থ্যাৎ গাজোয়াতুল হিন্দের বিজয়ী সৈনিকরা জেরুজালেম দখল করে নেবে। আর তাদের সেনাপতি হবে শামীম বারাহ, যার উপাধী হবে সাহেবে কিরাণ। (আখিরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ১০০)

ব্যাখ্যাঃ তাহলে বোঝা গেলো গাজোয়াতুল হিন্দের পর এবং ইমাম মাহদির প্রকাশের পূর্বে শামীম বারাহ জেরুজালেম দখল করবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে হিন্দুস্থান বিজয়ী সৈনিকরা সাহেবে কিরাণ এর নেতৃত্বে জেরুজালেম দখল করবে। তারপর তাহলে কীভাবে আবার তারা হিন্দুস্থান দখল করবে? কেননা, হিন্দুস্থান তো জেরুজালেম দখলের পূর্বেই দখল করা হবে। এখানেই খটকা। চলুন সমাধান খুঁজি। বন্ধুরা এই হাদিসটির পর আমার মনে হয়না আর কোন সমস্যা থাকতে পারে। তবে যারা গোমরাহ তারা গোমরাহীতে লিপ্ত থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

হাদিস-২৩ঃ হযরত কা'ব (রা.) বলেন , আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি অচিরেই মুসলমানরা এক দূর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রসূল (সা.) তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্থান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্থানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্থান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে। (কিতাবুল ফিরদাউস, ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব, ১০০; আখীরুজ্জামানা আলমাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, ২৩৫)

ব্যাখ্যাঃ তাহলে উক্ত হাদিস ও আনুসাঙ্গিক হাদিছ বলছে মুসলমানেরা কালো পতাকা নিয়ে একজন দুর্বল বালকের নেতৃত্বে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় আনবে। যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) সেই দুর্বল বালক হলেন, ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ। এখানে হাদিছে গাজোয়াতুল হিন্দের কথা বলার পর রাসূল (সাঃ) সূরা ইব্রাহিমের ৪৭ নং আয়াত পাঠ করেছেন। যেখানে বলা আছেঃ

সূরা ইব্রাহীমঃ অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রাসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
"আয়াত টি পাঠ করার ২ টি কারণ। (১) এই আয়াতে মুমিনদের আল্লাহর গাজোয়াতুল হিন্দের বিজয়ের ওয়াদা পূরণের কথা বলা হয়েছে ও মুশরিকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলেছেন। (২) সূরা ইব্রাহীম পবিত্র কুরআনের ১৪ তম সূরা ও ৪৭ নং

আয়াত -১৪৪৭ আর হিজরী ১৪৪৭ সাল মোতাবেক ইসায়ি ২০২৬ সাল। তাহলে বুঝা গেলো ২০২৬ সালে আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হওয়া দেখা যাবে ও মুশরিকরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, আগামী কথন ও তাই বলে যে, ২০২৪ সালে গাজোয়াতুল হিন্দ শুরু হয়ে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চলবে। তারপর ২০২৬ সালে বিজয় সম্পূর্ণ হবে। আগামী কথন যে শুধু হাদিছের সাক্ষিই দেয় না বরং কুরআনের সাক্ষিও দেয় এটা তার ছোট দৃষ্টান্ত। এর পরও একদল অন্ধ বলবে সেটা ভুল। মুলত তারা গোমরাহ। তারপর সেই বিজয়ী সৈনিকরা কালো পতাকা নিয়ে সাহেবে কিরাণ এর নেতৃত্বে জেরুজালেম দখল করবেন। তারপর ইমাম মাহদী জেরুজালেমে নিরাপদে ভ্রমণ করবেন। ইমাম মাহদির কিছু পর জাহজাহ এর শাসন আমলে হিন্দুস্থান (ভারত) কে আবার ইহুদিরা দখল করে নিবে। তখন জেরুজালেম এর বাদশাহ মানে ইমাম জাহজাহ তার সৈন্যদের হাতে কালো পতাকা নিয়ে হিন্দুস্থান দখল কারী ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। উক্ত যুদ্ধেও আবার হিন্দুস্থান দখল করবে মুমিনগণ। বলা চলে আবারো একটা গাজোয়ায়ে হিন্দ হবে। আর ঐ সময়ের সৈনিকরা নেতাদের বেরি বা শিকল পরিয়ে নিয়ে সিরিয়ায় চলে যাবে। আর তারা সেখানে হযরত ইছা আঃ কে পাবে। তাহলে সবাই বুঝলেন যে ভবিষ্যতে গাজোয়ায়ে হিন্দ ২ বার হবে। (১) ইমাম মাহদীর পূর্বে। ইমাম মাহমুদ ও সাহেবে কিরাণ এর নেতৃত্বে। মুশরিক মালাউন দের বিরুদ্ধে। (২) ঈশা আঃ এর আগমনের কয়েক বছর পূর্বে, ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বে ইহুদিদের বিরুদ্ধে।

আশা করি সবার ধারণা পরিষ্কার করতে পারলাম হাদিস থেকে। তাই আমরা বুঝবো যেখানে গাজোয়াতুল হিন্দে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বলা আছে সেটা ইমাম মাহমুদের সময় হবে। আর যেটাতে শুধু হিন্দুস্থান বলা আছে ও জেরুজালেম এর বাদশার সৈন্যদের কথা বলা আছে সেটা ইমাম জাহজাহ এর সময়ে ঈসা আঃ এর কিছু আগে। এর মধ্যেও কি একটা কথা খেয়াল করেছেন? শেষের হাদিসটির শেষের অংশে বলা আছে, ঈসা আঃ আগমন ৩৩ বছর থাকবেন। যদিও জানি ৪০ বছর থাকার একটা হাদিছ আছে তবে ৩৩ বছর থাকারও কিছু হাদিস আছে, দেখুনঃ

হাদিস-২৪ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে যাবাল রাঃ বলেন, রাসুল সাঃ বলেছেন, মুসলমানদের শেষ বিজয় হবে মরিয়ম পুত্র ইসা আঃ এর মাধ্যমে আর তিনি ৩৩ বছর পৃথিবী শাষন করবে।তার পর আল্লাহ এক শিতল বাতাস দিয়ে মুমিনদের মৃত্যু ঘটাবেন। (কিতাবুল ফিরদাউস, ১৫০৩, আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ,২২৮)

হাদিস-২৫ঃ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাঃ বলেন, রাসুল সাঃ কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সাঃ আল্লহর নবি ইসা আঃ কত বছর পৃথিবি শাষন করবে? তিনি বললেন,৩৩ বছর।আর জান্নাতি যুবকদের বয়সও হবে ৩৩ বছর। (কিতাবুল ফিরদাউস,১৫০৪) **পরিশেষে বলবো,,** ভাই বোন ও বন্ধুগন আমরা সাধারন নগন্য মানুষ ।ইসলামের কতটুকুই বা জানি? আর কতটুকুই বা মানি? জানার কোনোই শেষ নেই। তাই নিজেকে সব সময় অল্পজ্ঞানী ভাবতে হবে। যখনি নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানি মনে করবেন,তখনি ঠকবেন। তাই নিজের মতামত কে প্রতিষ্ঠার জন্য,অন্যকে তুচ্ছমুল্য করবেন না, বা বিরুদ্ধতা করবেন না, বরং জানার প্রচেষ্টায় থাকুন। তবে ইলহামী

ভবিষ্যত বাণী “কাসিদায়ে সওগাত” এবং “আগামী কথন” সম্পূর্ণ বইটুকু পড়লে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন নানান জনের নানান মতামতের সমাধান আল্লাহ তা'য়লা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সবাইকে জ্ঞান দান করুক আমিন।

গাজওয়াতুল হিন্দ নামকরণ কেন?

ইসলামের যুদ্ধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
(১) গাজওয়া (২) শিকওয়া বা সারিয়া
যে যুদ্ধ-জিহাদে রাসূল (সাঃ) নিজেই অংশগ্রহণ করেছেন তাকে গাজওয়া বলে এবং যে যুদ্ধ-অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেননি তাকে ক্ষেত্র বিশেষে শিকওয়া বা সারিয়া বলে। সুতারাং গাজওয়া রাসূল (সাঃ) এর জন্যে খাস ও একটি বিশেষ পরিভাষা, জিহাদের এক বিশেষ মাকাম। রাসূল (সাঃ) ভারত অভিযান ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর এই অভিযান-যুদ্ধ যখন হবে তখন তিনি দুনিয়াতে থাকবেন না তিনি জানতেন। সুতরাং এই যুদ্ধ শিকওয়া হওয়ার কথা। অথচ তিনি এই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন গাজওয়া- "এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে স্বয়ং নবীজি উপস্থিত থাকেন।" হয়ত স্বপ্নের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার দিক নির্দেশনা দিতে পারেন রাসূল (সাঃ) আল্লাহু আলিম। বিঃ দ্রঃ আল্লাহতায়ালা রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করিয়ে বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর গাজওয়াতুল হিন্দ শব্দটি গাজওয়াতুল হিন্দ শব্দ নামে শব্দের মাঝে সিমাবদ্ধ নয়। এটা রাসূল (সাঃ) এর জামানার একই বিষয়বস্তু। মুশরিক কাফেরদের পরাজীত করে সেই স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহতায়ালা।

ইমাম মাহদী (আ.) পরিচয়

হাদিস-২৬ঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাসানি আলাওয়ি মাহদী। পিতাঃ আব্দুল্লাহ, মাতা: আমেনা গ্রাম: ক্বারা– ইয়েমেন। কোন হাদিসে তাঁর জন্ম স্থান কুফা নগরীর কথা আর কোথাও আছে মদিনার কথা। কাঞ্জুল উম্মাল-৩৯৬৭, মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা-৩৩১২, ৩৮৭৯৮।
চেহারা: প্রশস্ত কপাল বিশিষ্ট হবে। তার মাথার অগ্রভাগে কোন চুল থাকবে না, তার নাকের বাঁশি লম্বা ও পাতলা এবং মধ্যভাগ হবে একটু উঁচু। ডান গালে তিল থাকবে। (আবু দাউদ)। তিনি হবেন ঘন দাঁড়ি বিশিষ্ট। সাদা ঢিলে ঢালা পোষাক পড়বে। (তবারানী ফিল কাবীর-৭৪৯৫)

হাদিস-২৭ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবীজী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, “আখেরী যামানায় আমার উম্মাতের ভিতরে মাহদীর আগমণ ঘটবে। তাঁর শাসনকালে আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, জমিন প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে, তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
আবু সাঈদ (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে সু-সংবাদ দিচ্ছি। মানুষেরা যখন

মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন তিনি প্রেরিত হবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায় ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দিবেন। আসমান-জমিনের সকল অধিবাসী তার উপর সন্তুষ্ট হবে। তিনি মানুষের মাঝে সমানভাবে প্রচুর সম্পদ বিতরণ করবেন উম্মে সালমা (রা:) বলেন : "আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ইমাম মাহদী (আ.) আগমণ হবে আমার পরিবারে ফাতেমার বংশধর হতে।"

হাদিস-২৮ঃ ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণিত : সূর্যের মাঝে যখন একটি আশ্চর্যজনক চিহ্ন প্রকাশ পাবে, ইমাম মাহদী তখনি আত্মপ্রকাশ করবেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২০৭৭৫, ইমাম বুখারী উস্তাদ ইমাম ইবনে হাম্মাদ-৯৫১।

হাদিস-২৯ঃ আবু দাউদ শরীফ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন কেয়ামত হতে যদি একদিন ও বাকী থাকে তাহলে আল্লাহ ঐ দিনটিকে এত লম্বা করবেন যে সেখানে আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নায়ক করবেন তার নাম আমার নামের মতই হবে তাঁর পিতার নাম আমার পিতার মতই হবে।

ইমাম মাহদী (আ.) আগমণের সময়কাল

হাদীছ ও ব্যাখ্যাঃ সহীহ সনদে বর্ণিত হাদিস, প্রতি ১০০ শত বছরের মাথায় আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য এমন লোক বা লোক সকল আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করবেন যারা এই উম্মতের পুরাতন হয়ে যাওয়া দ্বীনকে নবায়ন করে দিবে। ১৯২৪ সালে মার্চ মাসে উম্মতে মুহাম্মদীয় খেলাফত হারিয়ে ছিল ওসমানি খেলাফতের মাধ্যমে এই ইতিহাসটি টিভি সিরিয়াল করে দেখানো হয়েছিল সুলতান সুলেমান কোসেম নামে। তারা প্রায় পুরো পৃথিবী শাসন করতেন। এই সুলতান সুলেমান ছিলেন ওসমানি খেলাফতের একজন মহান খলিফা। ১৯২৪ সালে ইহুদিদের "মাসুনিয়াহ" নামক অন্যতম প্রশিক্ষিত একটি দাজ্জালি সংস্থা এই খেলাফতের ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৯২৪ সাল থেকে ১০০ যোগ করলে ২০২৪ সাল, যেহেতু হাদিসে আসছে ইমাম মাহদী আঃ এর আগে ইমাম মাহমুদ আসবে। সুতরাং ২০২৪-২৫ সালে ইমাম মাহমুদের পূর্ণ আত্ম প্রকাশ হবে। ভবিষ্যত বাণী "আগামি কখন" এ ২০২৪ সালে ইমাম মাহমুদ এর আত্বপ্রকাশ হবে বলা হয়েছে তিনিও মুসলিম খলিফা, আর ইমাম মাহদী (আ.) ২০২৮ সাল। আল্লাহু আলীম।

হাদিস-৩৪ঃ আবু কুবাইল (রা.) হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন ১০৪ বছর পর ইমাম মাহদী (আ.) এর উপর মানুষ ভীড় করবে ইবনে লাহ ইয়া বলেন উক্ত হিসাব টা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবি হিসাব মতে নয়। আল-ফিতান নোয়াঈম বিন হাম্মাদ-৯৬২, আসসোনানো কিতাবুল ফিরদাউস-৮১১

অর্থাৎ তাহলে বুঝা যায় এই হিসাবটা খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হতে পারে, তুর্কি বা ওসমানী খেলাফত-১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছিলো। সুতরাং ১৯২৪ + ১০৪ = ২০২৮ সাল হয়। তা হলে হাদিস অনুপাতে ধারণা করা হয় ২০২৮ সালে ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন এর সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়তুল্লাহতে একজন আশ্রয়কারী আশ্রয় গ্রহণ করবে তারপর তাকে হত্যা করা হবে। তার হত্যার পরে ১ বোরহা সময় পরিমাণ মানুষ নিরাপদে থাকবে আর কোন ঘটনা

ঘটবে না। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন এক বোরহা সমান ৩৯ থেকে ৪০ বছর। (তাহলে বোঝা গেল ৪০ বছরের মধ্যে নিজেকে আর কেহ মাহদী বলে দাবি করবে না পরবর্তীতে আবার কেহ দাবি করতে পারে।) (এই ঘটনা ১৯৭৯ সালের ২১ শে নভেম্বর ১৪০০ হিজরী পহেলা মহররম মাসে ঘটেছিল। বায়তুল্লাতে যখন সবাই ফজরের সালাতে সালাম ফিরালো হঠাৎ মুহা. ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানি এবং তার শ্বশুর জুহাইমান উঠে বলল ইমাম মাহদী চলে আসছেন। এইকথা বলে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করে ছিলো নবীজির নামে তার নাম, নবীজির বাবার নামে তার বাবার নাম– এসময় ২০০ লোক তাদের হাতে বায়াত নিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনী বায়তুল্লাহকে ঘেরাও করে এদের পুরো গ্রুপটাকে হত্যা করেছিল) (১৯৭৯ + ৪০ = ২০১৯) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) তিনি বলেছিলেন ২০১৯ এ রমজান মাসের ২৭ই রমজান কাবায় একজন নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করেছিল। কিন্তু সে সফল হতে পারে নাই। বাংলাদেশের কিছু দ্বিনী ভাই মিথ্যা দবিদার এর প্রতিবাদ মিছিল করেছিল, মিথ্যা বাবিদার ছিল তুরস্কের বাসিন্দা এবং আমি নিজেও ২০১৯ সালে মিডিয়ায় এই খবর দেখেছিলাম।

ইমাম মাহদী (আ.) আগমণে আমাদের করণীয় কি?

ইমাম মাহদী (আ.) আগমণের পর সমস্ত বাতিল শক্তি বলবে আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ গজব নাজিল হল এটা আমাদের সভ্যতার প্রতিদান। কারণ আমাদের সভ্যতা ভালো না থাকার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ গজব নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি। যখন আসমান থেকে বিকট আওয়াজ আসবে তখন একথা মন্তব্য করবে। সাহাবিরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ সময় যে গজব নাযিল হবে আপনার উম্মতের কি অবস্থা হবে? নবীজী (সা.) বলেন ঐ সময় তিন শ্রেণির লোক মুক্তি পাবে।

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত হবে। (২) যে ব্যক্তি সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে– এই দোয়া পড়বে– লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। (৩) জিব্রাইল (আ.) এর আওয়াজ শুনা মাত্র যারা জিকির করবে– আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হাদিস-৩৫ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কোন এক রমজানে ভূমিকম্প হবে যে রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবার রাতে। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সুবহানাল কুদ্দুস রাব্বুনাল কুদ্দুস পাঠ করবে।

হাদিস-৩৬ঃ হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন যখন তোমরা খোরাছান হতে কালো পতাকা দেখতে পাবে তখন তাদের সাথে যোগদান করবে। কেননা আল্লাহর খলিফা তাদের ভিতরে থাকবেন। মাছনাদে আহমদ ও বায়হাকী শরীফ।

হাদিস-৩৭ঃ ওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন; তোমাদের রত্ন-ভান্ডারের কাছে তিনজন খলিফা-সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। ঐ যুদ্ধে কেহ সফল হবে না। প্রাচ্য থেকে তখন একদল কালো ঝা-া-বাহী লোকের আবির্ভাব হবে। তারা এসে তোমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে। ছাওবান বলেন− অতঃপর নবীজী (সা.) বললেন যখন তোমরা তা দেখতে পাবে, তখন তাঁর কাছে এসে বায়াত হয়ে যেয়ো! যদিও তা করতে তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের পাহাড় পাড়ি দিতে হবে। (ইবনে মাজাহ)

হাদিস-৩৮ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলতে ছিলেন, ঐ দিক থেকে একটি দল আসবে (হাত দিয়ে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন) তারা কালো পতাকাবাহী হবে। তারা সত্যের পূর্ণ ইসলামী শাসনের দাবী জানাবে, কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হবে না। দুইবার বা তিনবার এভাবে দাবী জানাবে, কিন্তু তখনকার শাসকগণ তা গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা (ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব) আমার পরিবারস্থ একজন লোকের (ইমাম মাহদি আ.) হাতে সোপর্দ করে দিবে। সে জমিনকে ন্যায় এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে ভরে দিবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ সময় জীবিত থাকে, তবে অবশ্যই, অবশ্যই তাদের দলে এসে শরীক হয়ে যেও− যদিও বরফের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আসতে হয়। আবু আমর আদ দাইনি-৫৪৭, মুহাক্কিক আবু আব্দুল্লাহ সাফেঈ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

পৃথিবীর হায়াত সাত দিন

হাদিস-৩৯ ও ব্যাখ্যাঃ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন− একজন সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমি স্বপ্নে দেখলাম আপনি একটা মিম্বারের উপর, মিম্বারের ৭টি সিঁড়ি আছে। আপনি সেই সাতটার সর্বোচ্চটার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। নবী (সা.) বললেন দুনিয়া ৭ হাজার বছর আমি শেষ সহস্রে দুনিয়াতে প্রেরণ হয়েছি−(অর্থাৎ এখানে এই উম্মতের বয়স ১০০০ বছর পাওয়া গেল) হাসান সহীহ সনদে বর্ণিত আরেকটি হাদিস হল− আমি আশাকরি আমার উম্মত তাদের রবের কাছ থেকে অর্ধ দিবস পেতে অক্ষম হবে না। সাদ ইবনে ওয়াক্কাসকে প্রশ্ন করা হল? ঐ অর্ধ দিবস সমান কত? তিনি বলেন ৫০০ শত বছর। সহীহ বুখারী থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এই উম্মতের বয়স কত? যেমন− হাদিসের বর্ণনা আসছে তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থান ইহুদি খ্রিষ্টানদের তুলনায় আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। ইহুদি জাতি ছিল ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত। সেখানে ছিল ১৫০০ বছর। যেহেতু ফজর থেকে যোহর ১৫০০ বছর সুতরাং যোহর থেকে মাগরিব ১৫০০ বছর হওয়ার কথা, এর মধ্যে খ্রিষ্টান জাতি ছিল ৫০০ শত বছর এর কিছু বেশি আর মুসলিমরা আছর থেকে মাগরিব তাহলো ১০০০ বছর পেয়েছি। মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত আমরা তাই বোনাস ৫০০ সহকারে ১৫০০ বছর। বর্তমান : ১৪৪৩/৪৪ হিজরী তাহলে এই উম্মতের বয়স থাকে মাত্র ৫৭ বছর। হাদিস অনুপাতে এরপর এই উম্মত আর পৃথিবীতে থাকার কথা না।

উল্লেখ্য যে, কেয়ামত এই উম্মতের উপর সংগঠিত হবে না। এই উম্মত আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া থেকে তুলে নিবেন, তারপর মুশরিক, মুরতাদ, কাফেরদের উপর কেয়ামত সংগঠিত হবে। এই হাদীছটি পড়ে হয়ত মানুষের মাথা ঘুড়ে যাবে বুঝে আসবে না-সামনের দিকে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে ধৈর্য্যের সাথে পড়তে থাকুন তখন বুঝতে পারবেন।

কেয়ামতের বড় ১০টি আলামত

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে হুজাইফা (রা.) বলেন একদা রাসূল (সা.) আমাদের নিকট আগমন করলেন আমরা তখন কিয়ামত এর আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, তিনি বলছেন যতদিন তোমরা ১০টি আলামত না দেখবে ততোদিন কিয়ামত হবে না− ১. ধোয়া ২. দাজ্জালের আগমন ৩. ভূ-গর্ভ থেকে নির্গত দাব্বাতুল আরদ্ব নামক এক প্রাণী ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় ৫. ঈসা ইবনে মারয়াম এর আবির্ভাব ৬. ইয়াজুজ মা'জুজ এর আবির্ভাব ৭. পূর্বদিক ভূমিধ্বস ৮. পশ্চিমে ভূমিধ্বস ৯. আরব উপদ্বীপ ভূবিধ্বস ১০. ইয়েমেন থেকে একটি আগুন বের হবে মানুষকে সিরিয়ার দিকে নিবে।

শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রহ.) এর গুরুত্বপূর্ণ ইলহামি ভবিষ্যতবাণী

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও করুনা যে, তিনি আমাদের জান-মালের হেফাজত করার জন্য জালেমদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য শাহ নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) এর মাধ্যমে অসংখ্য ভবিষ্যতবাণী দিয়েছেন রহস্যময়ভাবে কবিতার ছন্দ আকারে, যা ইতি পূর্বে অধিকাংশই মিলে গেছে। এবং যা বাকি আছে তা ঘটে যাওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই আমাদের উচিত সময় থাকতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এই ভবিষ্যতবাণী কবিতার ৫৭নং ছন্দে ইমাম মাহদী (আ.) আগমনের কথা বলা হয়েছে। এবং ৫৮নং ছন্দে কেয়ামত বিষয় বলা নিষেধ রয়েছে কেননা এটা আল্লাহর গায়েবী ইলম। প্রায় নয় শত বছর পূর্বের করা ভবিষ্যত বাণী অতীতে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে এবং ভারত সহ তার চতুর্দিকে যে দেশ গুলো রয়েছে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো বিধর্মীদের হাতে হত্যা হওয়ার দিকে ক্রমেই ধাবিত হতে যাচ্ছে। এই ভবিষ্যতবাণীর কবিতাটিতে বোঝা যায় আমরা পৃথিবীর প্রায় শেষ পর্যায়ের মানুষ। কবিতার ৪০নং এ যে শাসকের কথা বলা হয়েছে তার সাথে আবু হুরায়রা (রা.) গোপন ব্যাগের হাদিসের ৫ম শাসকের কথা যার কথা বলা হয়েছে তার সাথে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায় আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম এর জ্ঞান দ্বারা আজ থেকে প্রায় নয়শত বছর পূর্বে (হিজরী ৫৪৮ সাল মোতাবেক ১১৫২ সাল খ্রিস্টাব্দ) শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) তার বিখ্যাত কাব্যগুলো রচনা করেন। এবং "আগামি কথন" এ ১৩ নং প্যারায় একই শাসকের কথাই বলাই হয়েছে। (আল্লাহু আলিম) তাহলে কে এই শাসক? সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবের

বিষয় সম্পর্কে ইলহাম পেয়ে থাকেন, মনে রাখতে হবে যে, কোন সৃষ্টি জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, সে ইচ্ছা করলেই গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করেন। উপমহাদেশের ইলমী জনক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তার ইলহামী জ্ঞানের কিছু অংশ একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কবিতাটি লেখার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভবিষ্যতবাণী হুবহু মিলে যাচ্ছে কাসিদাহ কবিতার ৩৭নং প্যারা থেকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। কারণ এর পূর্বের লাইনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। কিছুটা দীর্ঘ হলেও ধৈর্য্য সহকারে পড়লে "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলা চলে, পাকিস্তানী মুসলিম ভাইদের মাঝে কাসীদা গুলো বেশ পরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত অথচ বাংলাদেশে এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। কবিতাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত "মুসলিম পুনঃজাগরণ প্রসঙ্গ ইমাম মাহদী" বইতে পাবেন। পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ জায়েদ হামিদ সুন্দর করে ব্যাখ্যাসহকারে উনার সকল ভবিষ্যতবাণী (ইলহাম) তুলে ধরেন। বাংলা ভাষায় রুহুল আমীন খান অনূদিত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) এর কবিতা–১৯৭০/৭১ এর দিকে এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল।

শাহ নেয়ামাতুল্লাহ (রহ.) এর ভবিষ্যতবাণী (কাছিদায়ে সাওগাত)

১. পশ্চাতে রেখে এই ভারতের অতীত কাহিনী যত,
আগামী দিনের সংবাদ কিছু বলে যাই অবিরত

ব্যাখ্যা: ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইত্যাদি দেশ ভারত উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নামে পরিচিতি ছিল।

২. দ্বিতীয় দাওরে হুকুম হবে তুর্কি মুগলদের
কিন্তু শাসন হবে তাদের অবিচার যুলুমের

৩. ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিলা তুর্কি স্বভাব ধারা।

৪. তাদের হারায়ে ভিন দেশী হবে শাসন দ-ধারী
জাকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা মুদ্রা করিবে জারি

ব্যাখ্যা : ভিন দেশী-ইংজেরদের বোঝানো হয়েছে, ইংরেজরা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে শাসন করেছিলো।

৫. এরপর হবে রাশিয়া জাপানে ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী হইবে জাপানীগণ

৬. শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে মিলিয়া উভয় দল
চুক্তির হবে কিন্তু তাদের অন্তরে রবে ছল

ব্যাখ্যা: বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর পোর্ট অব আর্থার ও ভলডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ

নৌবহরগুলো আটক করার মধ্যে দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৭. ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ আকালিক দুযোর্গ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম হবে মহাদুর্ভোগ

ব্যাখ্যা : ১৮৯৮-১৯০৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের জীবনাবসান হয়। ১৭৭০ সালে ভারতে মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বঙ্গ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এ থেকে উদ্ভুত মহামারিতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।

৮. এরপর পরই ভয়াবহ এক ভূকম্পনের ফলে
জাপানের এক তৃতীয়াংশ যাবে হায় রসাতলে

ব্যাখ্যা : ১৯৪৪ সালে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকুহামায় প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৯. পশ্চিমে ৪ সাল ব্যাপী ঘোরতর মহারণ
প্রতারণা বলে হারাবে এরণে জীম কে আলিফগণ

ব্যাখ্যা : ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত চার বছরাধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জীম-জার্মানি এবং আলিফ-ইংল্যান্ড।

১০. এ সময় হবে বহুদেশ জুড়ে অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ নারী-নর

ব্যাখ্যা : ব্রিটিশ সরকারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে এককোটি একতিশ লক্ষ লোক মারা যায়।

১১. অতঃপর হবে রণ বন্ধের চুক্তি উভয় দেশে
কিন্তু তা হলে ক্ষণভঙ্গুর টিকিবে না অবশেষে

১২. নিরবে চলিবে মহাসমরের প্রস্তুতি বেশুমার
জীম ও আলিফে লড়াই ঘটিবে বারংবার

১৩. চীন ও জাপান দুদেশে যখন লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি চালাবে সঙ্গোপনে

১৪. প্রথম মহাসমরের শেষে একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ দ্বিতীয় সমর

ব্যাখ্যা : ১ম মহাযুদ্ধ সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালে ১১ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সূচনা হয় ১৯৩৯ সালে ৩ই সেপ্টেম্বর। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

১৫. হিন্দ বাসী এই সমরে যদিও সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন সুফল নাহিকো পাবে

১৬. বিজ্ঞানীগণ ও লড়াইকালে অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ হাতিয়ার আণবিক

১৭. গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে প্রতীচীর গান সুর

ব্যাখ্যা : গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র রেডিও এবং টিভি মোবাইল, কম্পিউটার।

১৮. মিলিত হইয়া "প্রথম আলিফ" "দ্বিতীয় আলিফ"দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ চীন সাথে আতাত সুনিশ্চয়
১৯. ঝাপিয়ে পড়িবে "তৃতীয় আলিফ" এবং দু জীম ঘাড়ে
ছুড়িয়া মারিবে গজবী পাহাড় আণবিক হাতিয়ারে
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণা বলে প্রথম পক্ষ দাঁড়াবে বিজয়ী বেশে
২০. জগৎ জুড়িয়া ছয় সাল ব্যাপী এই রণে ভয়াবহ
হালাক হইবে অগণিত লোক ধন ও সম্পদসহ

ব্যাখ্যা: জাতিসংঘের হিসাব মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি লোক মারা গিয়েছিল।

২১. মহাধ্বংসের এ মহাসমর অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া চলে যাবে নিজ দেশে
কিন্তু তারা চিরকাল তরে এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ বুনে যাবে সেই সনে

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে আর ভারত উপমহাদেশ থেকে নাসারা তথা ইংরেজ খ্রিস্টানরা চলে যায় ১৯৪৭ এ। এই প্যারার দ্বিতীয় অংশে প্যাচ বাধিয়ে যায়। (ক) এই অঞ্চলের বিভেদ তৈরি করার জন্য ইংরেজ খ্রিস্টানরা কাশ্মীরকে হিন্দুদের দিয়ে প্যাচ বাধিয়ে যায়। (খ) ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের সংস্কৃতি এমনভাবে রেখে গেছে যে, এই উপমহাদেশের লোকজন এখনও সব জায়গায় ব্রিটিশ নিয়ম-কানুন ভাষা সংস্কৃতি অনুসরণ করে।

২২. ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ শঠতার নেতাদের
মহাদুর্ভোগ দুর্দশা হবে দুদেশেরই মানুষের
২৩. মুকুট বিহীন নাদান বাদশা পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে আজে বাজে একছার
২৪. দুর্নীতি ঘুষ কাজে অবহেলা নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল দেশ যাবে রসাতলে
২৫. হায় আফসোস করিবেন যত আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ, নাদান লোকেরা করিবে আস্ফালন।
২৬. পেয়ারা নবীর উম্মতগণ ভুলিবে আপন শান
ঘোরতর পাপ পঙ্কিলতায় ডুবিবে মুসলমান
২৭. কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকের ইজ্জত সম্মান
২৮. উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের
২৯. পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায়
জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়
৩০. নগ্নতা আল অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ

৩১. উপরের সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা
৩২. নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দুর্বিষহ
৩৩. কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ
৩৪. পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি
৩৫. ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে
৩৬. মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা মূল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর শ্রোতের মত

ব্যাখ্যা: কাশ্মির মুসলিমরা হিন্দুদের হাতে হত্যা আর রুহিঙ্গা মুসলিমরা বৌদ্ধদের হাতে হত্যা হয়েছে।

৩৭. এরপর যাবে ভেগে নারকীয় পাঞ্জাব কেন্দ্রের
ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের

ব্যাখ্যা : এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল কায়েদা, তালেবানসহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

৩৮. অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের
৩৯. হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি

ব্যাখ্যা : ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? সকলে মনে রাখবেন কাশ্মীর, হিন্দুদের হতে মুক্ত হওয়ার পর পরই আমার আপনার জানমাল ও দেশ কে হিন্দুদের হাত থেকে রক্ষা করার পরিকল্পনা থাকতে হবে। কেননা আমদের দেশটিও মুসলিম দেশ। বইটিতে উল্লেখিত ৪নং হাদীছটি দেখুন।

৪০. মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরদের তলে তলে
মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

৪১. প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান
শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন ও বিরাজমান
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের

ব্যাখ্যা: ইসলাম ধ্বংসকারী এই মুনাফিক শাসককে চেনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে আরবি অক্ষর শীন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ষ, স, শ" এর যে কোন একটি এবং শেষ অক্ষর হবে আরবি অক্ষর নুন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ণ ও ন"। আল্লাহ ভালো জানেন কে এই মুনাফিক শাসক। আর এই সব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে যেটা হতে পারে আগামী ঈদ বা তার পরের কোন বছরের দুই ঈদের মাঝে সময় খুব অল্প।

৪২. মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ
ঝড়ের বেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ

৪৩. সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচ- আলোড়ন
"উসমান" এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ

৪৪. সাহেবে কিরান "হাবীবুল্লাহ" হাতে নিয়ে শমসের
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের

৪৫. কাপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে

৪৬. পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব "গাজীয়ে দ্বীন"
যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝা-া করিবেন উড্ডিন

৪৭. মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান

ব্যাখ্যা : হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে।

৪৮. বরবাদ করে দেয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন
অঝোর ধারায় হবে আল্লাহ'র রহমাত বর্ষীয়ান

৪৯. দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম
প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম

ব্যাখ্যা : ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে "গাফ" এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখনো বুঝা যাচ্ছে না। গাজওয়াতুল হিন্দের সময় বোঝা জাবে।

৫০. আল্লাহ'র খাস রহমতে হবে মুমিনেরা খোশদিল
হিন্দু রসুম রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল

ব্যাখ্যা : ভারতবর্সে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না।

৫১. ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়

ব্যাখ্যা: বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে এক সময় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে

বলা হচ্ছে মহালয় শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিংবা মহাযুদ্ধ অথবা মহা ধ্বংস লিলা হবে তাও বুঝাতে পারে।

৫২. এ রণে হবে "আলিফ" এরূপ পয়মাল মিসমার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার

ব্যাখ্যা: এ যুদ্ধের কারণে "আলিফ"= আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে, ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তাস্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি।

৫৩. যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার
কুদরতী হাতে কঠিন দন্ড দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের

৫৪. যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে
নিপাতিত শেষ কালে সে নিজেই জাহান্নামে

৫৫. রহস্যভেদী যে রতনহার গাথিলাম আমি তা, যে
গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে।

৫৬. অতি সত্বর যদি আল্লাহ'র মদদ পাইতে চাও
তাহার হুকুম তালিমের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও

ব্যাখ্যা : বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাযত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম কাজ হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক এবং আল্লাহর মদত পাইতে চাইলে দ্বীন তালিমের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। মোট কথা কাছিদা সওগাত ও এই বইটির তথ্য অনুযায়ী বেশি বেশী দাওয়াতই কাজ করা।

৫৭. "কানা জাহুকার" প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত,
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।

ব্যাখ্যা : "কানা জাহুকা" সুরা বানী ইসরাইলের ৮১নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিন্যাস অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ "সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত"। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিন্যাস কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন "ইমাম মাহদী"।

৫৮. চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর
ফাঁস করিও না খোদার গায়েবী রহস্য আসরার
এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ "কুনুত কানয" সালে
অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে

ব্যাখ্যা: ভবিষ্যৎ বানী ইমাম মাহদী (আ.) আগমন পর্যন্ত শেষ করা হয়েছে (আর ফাস করিওনা খোদার গায়েবী আসরার) আমারা জানি আশুরার দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে কিন্তু সেই দিনটি কবে হবে এই ইলম আল্লাহ তায়ালা কোন নবী রাসূলগণকে দেন নাই তবে এই লাইনে কেয়ামত সংঘটিত হবে এরই ইংগিত এ কথাই স্পষ্ট। "কুনুত কানয"

সাল অর্থাৎ হিজরী সন ৫৪৮ সাল হচ্ছে এ কাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব। আরবি হরফের নাম অনুযায়ী কাফ = ২০, নুন = ৫০ তা = ৪০০, কাফ = ২০, যা = ৭, আলিফ = ১। সর্বমোট ৫৪৮।

একটি ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা

আগামী কথন (আস-শাহরান)

আগামী কথন পরিচিতি

'আগামী কথন' লেখক আশ-শাহরানের একটি আধ্যাত্মিক ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা। এটি ১০০ প্যারায় বিশিষ্ট, কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ফিতনার আগমন ঘটবে সে সম্পর্কে সাবধান বাণী। তবে ক্বাসিদাহ আগামি কথনের মধ্যে কোন অমিল নেই।। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আগামি কথনে লেখক 'সাল' উল্লেখ করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র.) এর ক্বাসিদাহ-এ উল্লেখ নেই। এটা আল্লাহ তা'য়লার-ই পরিকল্পনা। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। আখেরী যামানার মুসলমানদের সতর্ক করতে তিনি এ কবিতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি এটি 'ইলহাম' এর মাধ্যমে পান। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে পান। কবিতাটিতে তিনি ২০২০ ঈসায়ী সাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমি কবিতাটিকে কাউকে জোর করে বিশ্বাস করতে বলবো না, আবার একেবারে অবহেলা করতেও বলবো না। অবহেলা বা এটিকে পাশ কাটিয়ে লাভটাই বা কি? যা ঘটার তা তো ঘটবেই। আমরা যদি এমন একটি বই পেয়েও সতর্ক না হই তাহলে যখন তা ঘটতে থাকবে তখন আমরা নিজেরাই একসময় আফসোস করব উপদেশ না গ্রহণ করার ফলে। তখন আফসোস করে লাভ কি? আমরা বরং 'আগামি কথন' কবিতাটিকে আল্লাহ তায়ালার একটি রহমত হিসেবে দেখবো আর একজন বুদ্ধিমান মুসলমানের মতো তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবো। তাই সকলকে বলবো, ভাই দয়া করে এটাকে অবজ্ঞার চোখে না দেখার জন্য। লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, ২০২০ সালের কিছু আগে বা পরে অর্থাৎ ২০১৯,২০,২১ সালে তুরস্ক থেকে এক ভন্ড নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করবে, যার নামে আরবি সাতটি হরফ থাকবে আর তার নামের শুরু হবে 'হা' দিয়ে এবং শেষ হবে 'ইয়া' দিয়ে। যেহেতু ২০১৯ এর ২৭শে রমযানে মিথ্যা মাহদী দাবিদার প্রকাশ হয়ে গেছে সুতরাং বুঝে নেবেন বাকিটাও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হবে। আবার অনেকেই তুরস্কের হারুন ইয়া হিয়াকে ভন্ড মাহাদী দাবিদার হিসেবে সন্দেহ করে থাকেন । এবং খবর রাখবেন আরব, ইরাক ও সিরিয়া এই তিন দেশ যদি ফুরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড় নিয়ে ১ মাস যুদ্ধ হয় এবং কাস্মির যদি মুসলিমরা ভারত থেকে মুক্ত করে, তাহলে অবশ্যই সত্য সত্যই সবই ঘটে যাবে যেভাবে আগামী কথনে বলা আছে। আর আমি এখন থেকেই ১০০% বিশ্বাস করি সবই ঘটতে চলছে যেভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

উল্লেখ্য যে, যিনি এই কবিতাটি প্রকাশ করেছেন তার নাম হলো আস শাহরান। তিনি ২০১৮ সালে এটি প্রকাশ করেন। লেখক আস-শাহরান সম্পর্কে তেমন খুব একটা জানা যায় নি। কোথায় জন্ম, কোথায় থাকেন, কি করেন তা আপনাদের কিছুই জানাতে পারছি না। (আল্লাহু আলম) তাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত! শুধু বলতে পারি ওনি একজন আল্লাহর বিশেষ বান্দা। তা না হলে তো আর এমন কবিতা লিখা যায় না। হয়তো ওনার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে সতর্ক করতে চান বা কিছু বার্তা দিতে চাচ্ছেন (আল্লাহু আলম)। আর বাতিল পন্থিদের বিরুদ্ধে এমন রহস্যমূলক সত্যবাণী প্রকাশ করলে আত্নগোপণ থাকাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ নবী রাসূল গণ ও সাহাবিদের জীবনেও এমন হয়েছে।

আগামী কথন (আস-শাহরান)

একটি ইলহাম ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা

প্যারা-৩

স্বপ্ত বর্ণে নামের মালা,
"হা" দিয়ে শুরু তার,
খতমে থাকিবে "ইয়া"
সে, "মাহাদী"র মিথ্যা দাবিদার।

ব্যাখ্যা : [২] লেখক তার ভবিষ্যত বাণীতে বর্ণনা করেছেন, ২০২০ সালের কিছু সময় হের ফের করে– (হতে পারে তা ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করে ২০২১/২২ সালের শেষ সময় পর্যন্ত (আল্লাহ আলিম)। এ সময়ের মধ্যেই একজন ভন্ড নিজেকে "ইমাম মাহদী" বলে দাবি করবে। সেই ভন্ড তুরস্ক ভূখন্ডের অধিবাসী হবে। তার নাম আরবিতে ৭টি হরফতে হবে। যার প্রথম হরফটি হবে "হা" এবং শেষের হরফটি হবে "ইয়া"। আর সেই ব্যক্তিটি যদিও নিজেকে "ইমাম মাহদী" বলে দাবি করবে, প্রকৃত পক্ষে সে হলো একজন, মিথ্যুক, জালিয়াত, প্রতারক, শয়তান, সে প্রকৃত ইমাম মাহদী নয়। ২০১৯ সালের রমযান মাসের ২৭ শে রমযান একজন ব্যক্তি বেশ লম্বা এবং বাবরি চুল বিশিষ্ট তিনি মক্কা:

খবর অনুযায়ী মাহদী দাবিদার ব্যক্তিটি ছিল তুরস্কের। তাহলে বুঝা যায় ২০১৯ সালের ২৭ শে রমযানে মিথ্যা দাবিদার-ই হচ্ছে "আগামী কথন" বইয়ে উল্লেখিত ভবিষ্যৎ বাণীর মিথ্যা দাবীদার ইমাম মাহদী। কেননা রাসূল (সাঃ) এর ঐ হাদিসটির সাথে ২০১৯ সালের এই ঘটনার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। হাদিসটি হলোঃ

"বায়তুল্লাহ হতে একজন আশ্রয় গ্রহণকারী আশ্রয় গ্রহণ করবে, তারপর তাকে হত্যা করা হবে। তার হত্যার পরে ০১ বোরহা সময় পরিমাণ মানুষ নিরাপদে থাকবে, আর কোন ঘটনা ঘটবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ০১ বেরাহা সমান ৩৯-৪০ বছর।" ১৯৭৯ সালে যে মিথ্যা মাহদী দাবী করেছিলেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল সুতরাং ১৯৭৯+৪০=২০১৯ সাল। বইটিতে পূর্বেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে ২০১৯ এর এই ঘটনাটি প্রমাণ করে "আগামী কথন" এ যা বলা হয়েছে ঠিক ঐ ভাবেই ঘটতে চলেছে সব কিছু। (আল্লাহ আলীম)

প্যারা-৪

বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু'ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভন্ড বরবাদ।

প্যারা-৫

প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
'শীণ'-'মীম'-এর নিড়ে,
দিয়ে জয় গান– 'আল্লাহ মহান'
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

ব্যাখ্যা : [৪] "বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনা" বলতে লেখক (আস-শাহারান) বাংলাদেশের ইমানদার নির্ভিকদের বুঝিয়েছেন, "করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ" বলতে লেখক (আস-শাহারান) বুঝিয়েছেন যে সেই ভন্ড যখন নিজেকে "ইমাম মাহাদী" বলে দাবি করবে তখন তারা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। "জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু'ভাগ" বলতে লেখক বুঝিয়েছেন যে কোন এক জালিমত ভূখন্ড বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সত্য দ্বীন কায়েম ছিল– সেই ভাগের দ্বারাই সেই ভন্ড "মাহাদী"র ধ্বংস হবে। আর সেই জালিমের ভূখন্ডটি হলো "বর্তমান ভারত" যা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" হয়। আর পাকিস্তানেই আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে সেই ভন্ড "মাহাদী"-কে পাকিস্তানের মুমিন সেনারা হত্যা করবে। **ব্যাখ্যা : [৫]** লেখক (আস-শাহারান)– ভবিষ্যত বাণীতে বলেছেন যে, কোন এক দেশের কোন এক স্থানে মুসলিম মুমিন ইমানদার সেনারা শত্রু দলকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে তারা সংখ্যায় এখন সীমিত। তবে একটি বাক্য লক্ষণীয় যে, "শীন-মীম-এর নিড়ে তারা প্রস্তুত হচ্ছে।" কথাটি তর্জমা এরূপ যে, যে মুমিন সেনারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের আমির দইু জন একজন প্রধান আমির এবং অন্য জন নায়েবে আমির বা প্রধান আমিরের সহচর। তাদের একজনের নামের হরফ 'শীন' এবং অন্য জনের 'মীম'।

প্যারা-৬

অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,
ইমানদারদের খোদার দান।

ব্যাখ্যা : [৬] লেখক আস-শাহারান এই পর্বে বলেছেন যে, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ

কাশ্মীরে মুমিনদের সাথে কাফেরদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা বর্তমানে চলছে। সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে, কাফেরদের পরাজয় হবে। মুমিনেরা কাশ্মীর শহর দখল করবে এবং দ্বীন কায়েম করবে। অর্থাৎ বোঝা গেলো যে, বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে যে যুদ্ধটি চলছে, তাতে অতি সত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাশ্মিরকে ছিনিয়ে নিবে পাকিস্তানের মুমিনগণ।

প্যারা-৭

অতঃপর দেখবে নদী পাড়ে
সকল বিশ্ববাসিগণ।
চাক্‌চিক্কেই হয় না সোনা,
বুঝবে না তা লোভিদের মন।

ব্যাখ্যা : [৭] কাশ্মির বিজয় হওয়ার পর হঠাৎ কোন এক দিনে নদীর পাড়ে বিরাট একটি সোনার পাহাড় দেখতে পাবে। এ থেকে বোঝায় যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.)-এর সেই হাদিসটি বাস্তবায়ন হবে যে, "অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করবে। অতএব যে কেউ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তা হতে কিছু গ্রহণ না করে।" (আবু দাউদ, ৪৩১৩, ৪৩১৪)

"চাক্‌চিক্কেই হয় না সোনা
বুঝবে না তা লোভিদের মন।"

–এর দ্বারা আসলে এটা বোঝানো হয়েছে যে, এ সোনা, খাটি সোনার মতো চকচক করলেও তা আসলে একটি বড় পরীক্ষা যে, কার ইমান কেমন আর কে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিষেধ মান্য করে আর কারা সীমা লঙ্ঘন করে।

প্যারা-৮

একটি "শীন", দুইটি "আলিফ",
তিন ভূখন্ডেই হবে ঝড়।
বিদায় জানালো মহাদূত...
তার তের-নব্বই-এক পর।

ব্যাখ্যা : [৮] এই পর্বে আস-শাহরান একটু অস্পষ্টভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই ফুরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড় দখলে আনার জন্য তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পরবে। সেই ৩টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন। আর তা হলো, (১) শীন (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ। যেহেতু, ফুরাত নদী তুরস্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে আরবের পাশ দিয়ে শিরিয়া দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, (১) শীন হলো শিরিয়া এবং আলিফ হলো ইরাক। তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ? (পরবর্তী প্যারায় প্রকাশিত) এখন প্রশ্ন হলো কবে, কত সালে এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে? এ প্রসঙ্গে (আস-শাহরান) বলেছেন যে, "বিদায় জানালো মহাদূত তার তের নব্বই এক পর। কে এই মহাদূত? আমরা সবাই জানি যে, মানবতার মুক্তির মহা দূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় জানিয়েছেন ৬৩২ খ্রি. তে। আর ১৩-৯০-১ মানে লেখক এখানে, ১৩৯১ বছর বুঝিয়েছেন। সুতরাং ৬৩২ +

১৩৯১ = ২০২৩...!!! অর্থাৎ, এখানে লেখক (আস-শাহরান) ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন যে, আগামী ২০২৩/২৪ সালের যে কোন সময় ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে। (ইনশাআল্লাহ) যেটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

ফোরাত নদীতে স্বর্ণপাহাড় প্রকাশ

হাদিস : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হবে, যখন অবসান হবে তখন অবসান হবে। অর্থাৎ ১২ বছর অতিক্রম হওয়ার পরেই স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফোরাতকে খুলে দেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ৯ জনের মধ্যে ৭ জনকে হত্যা করা হবে। আল ফিতান নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৭০

(আমরা জানি এই ৪র্থ ফিতনা শুরু হয়েছে সিরিয়ায় ২০১১ সাল থেকে তবে কিতাবুল ফিতানের-৯৭২ নং হাদিসে বলা হয়েছে ৪র্থ ফিতনা ১৮ বছর স্থায়ী থাকবে তারপর ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে। (তবে এই ফিতনা ১২ বছর স্থায়ী হবে, এই হাদিসটি বেশি গ্রহণ যোগ্য বলে জানা যায়। বর্তমান ফোরাত নদীর পানি প্রায় ৯০ শতাংশ শুকিয়েছে। ২০১১ + ১২ = ২০২৩। সুতরাং ২০২৩/২৪ সালে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ হতে পারে। (আল্লাহু আলিম)

প্যারা-৯

যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ
খোদার প্রিয় নবী,
নিষেধ ভুলিবে, করিবে-রণ,
তাতে হইবে না কামিয়াবি।

ব্যাখ্যা : [৯] এই প্যারায় লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.)– যে দেশ থেকে ঐ স্বর্ণের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন, সেই নিষেধ ভুলে, ঐ দেশটিও লোভের বশীভূত হয়ে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে। অর্থাৎ, সৌদি আরবও যুদ্ধ করবে, সোনার লোভে। এই পর্ব থেকে প্রমাণিত যে, (৩)নং "আলিফ নামক দেশটি হলো "আরব"! যে ৩টি দেশ, আল্লাহর রছুল (সা.)-এর নিষেধ অমান্য করে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে যুদ্ধের সূচনা করবে সেই ৩টি দেশ হলো, (১) শিরিয়া (২) ইরাক ও (৩) আরব। কিন্তু কেউই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।

প্যারা-১০

দু'পক্ষ কাল চলিবে লড়াই,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের, সাত জনই হায়,
হইবে সে রণে ধ্বংস।

প্যারা-১১

যেখান থেকে এসেছিলো ধন,
চলে যাবে সেথায় ফের।
বুঝছো না কেন?– এটা তোমাদের,
পরীক্ষা ঈমানের। !!

ব্যাখ্যা : [১০] লেখক (আস-শাহরান)– ভবিষ্যত বাণী বলেছেন যে, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য শিরিয়া, আরব ও ইরাক, ২ পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আমরা জানি যে, ১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন। সুতরাং, ২ পক্ষ কাল সময় = ৩০ দিন। অর্থাৎ, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চলবে, শিরিয়া, ইরাক

ও আরবে। আর সেই যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহণ করবে, তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।

ব্যাখ্যা : [১১] এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান, ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন যে, ঐ সোনার খনি যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফেরত চলে যাবে। অর্থাৎ, ফুরাত নদী থেকে যে সোনার ক্ষনি উঠবে, তা এক মাসের কিছু কম- বেশ সময়ের মধ্যেই আবার জলের মধ্যে ডুবে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাঝখানে মহান আল্লাহ মানুষের ইমানের পরীক্ষা নিবেন। আমরা জানি যে, ইরাক, আরব ও শিরিয়া তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ। আর তারাই নাকি আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিষেধ লঙ্ঘন করে ফিতনায় পতিত হবে! (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী)। তাই তো আল্লাহ তাদের গজবে ধ্বংস করবেন।

প্যারা-১২

একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,
হারাইবে অনুরূপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।

ব্যাখ্যা : [১২] এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে, একটি শহর মুমিনরা পাবে (কাশ্মির), যা ৬নং প্যারায় বলা হয়েছে যে, মুমিনেরা দখল করবে। আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে। অর্থাৎ, হিন্দুস্থান আবার একটি ইসলামিক দেশ দখল করে নিবে। যে দেশটি দখল করবে সে দেশটি তার ৫০ বছরেরও কিছুকাল পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। (হতে পারে ৫২-৫৩ বছর) (যেহেতু অর্ধ শতাব্দীর পর বলা নেই, বলা আছে "অর্ধ শতাব্দীরও পর") [উপরোক্ত ব্যাখ্যা আস-শাহরানের মূল গ্রন্থ হতে নেওয়া] তবে আস-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ। (পরবর্তী প্যারাগুলোতে)

প্যারা-১৩

পঞ্চ হরফ 'শীন'-এ গুরু,
'নুন'-এ খতম নাম।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে,
নেতা হইবে অপমান।

প্যারা-১৪

ফিতর-আযহার মাঝখানেতে
বোঝাইবেন আল্লাহ তায়ালা।
মুসলিম নেতা হয়েও,
কাফেরের বন্ধু হবার জ্বালা।

ব্যাখ্যা : [১৩] এখানে লেখক আস-শাহরান এক জন দেশ প্রধানের কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনরা যে দেশটি হারাবে সে দেশটির প্রধান এর নাম ৫টি হরফের হবে। তার প্রথম অক্ষর হবে 'শীন = শ এবং নুন = ন সেই নেতা/নেত্রী'র সাথে মুশরিক দলের (অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সাথে) মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে। আর সেই বন্ধু দলই তাকে ঠকিয়ে তার দেশ দখল করে নিবে।

প্যারা-১৫

ছাড়বে সে যে শাসন গদি,
থাকবে না বেশি আর।
দেশের লোকে দেখে তাকে
জানাইবে ধিক্কার।

ব্যাখ্যা : [১৪+১৫] এই দুই প্যারায় লেখক আস-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে, জালিম হিন্দুরা যে ভূমিটি দখল করে নিবে, সে ভূমির নেতার সাথে ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার মধ্যেই কাফের নেতা ও সেই মুসলিম নেতা যার ভূমি দখল করা হবে তাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন কিছু একটা হবে, যার ফলে সেই মুসলিম নেতাটিকে আল্লাহ সরাসরি বুঝিয়ে দিবেন যে, মুসলিমদের নেতা হয়েও কাফেরদের বন্ধু হলে কি অপমানিত হতে হয়, আল্লাহ কতটা শাস্তি প্রদান করেন।

প্যারা-১৬

কাশ্মির হারিয়ে কাফের জাতি,
ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে দু'সনের মাঝেই,
তারা করিবে পার্শ্বভুম দখল।

ব্যাখ্যা : [১৬] এ পর্বের ব্যাখ্যাতে (আস-শাহরান) বলেছেন যে, কাশ্মির নিয়ে মুমিনদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সে যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় আসবে। অর্থাৎ মুমিনগণ তা দখল করে নিবে, হিন্দুস্থান তা হারিয়ে ফেলবে। অতঃপর, কাশ্মির হারিয়ে তারা (ভারতবাসী) যখন ক্ষিপ্ত থাকবে, তখন তারা কাশ্মির হারানোর ২ বছরের মধ্যেই তাদেরই কোন একটি পার্শ্বভুম অর্থাৎ, পাশের ভূমি/দেশ দখল করে নিবে।
যে ভূমিটি দখল করবে তার নেতার কথাই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম হয়েও মুশরিক (মূর্তি পূজক)-দের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে। তারপর তার বন্ধুরাই তার দেশটি দখল করে নিবে। (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী) কিন্তু সে ভূমিটি আসলে কোন দেশ? মূর্তি পুজারিরা সেই মুসলিমদের দেশটি দখল করে সেখানে কি করবে?

প্যারা-১৭

পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভূমে,
ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হারাইবে,
লক্ষ-কোটি মা বোন।

প্যারা-১৮

সময় থাকতে হয়ে যেও জোট,
সেই সবুজ ভূখন্ডের যুবকগণ।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,
হত্যা হবে কত প্রিয়জন।

ব্যাখ্যা : [১৭] + [১৮] এই দুইটি পর্বে লেখক (আস-শাহরান) উল্লেখ করেছেন যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেই ভূমিতে দখল করার পর তারা সেখানে একাধারে গণহত্যা চালাতে থাকবে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। লক্ষ-কোটি মা বোনের ইজ্জত হরণ করবে। কত জন মানুষ হত্যা করবে? সে সম্বন্ধে লেখক (আস-শাহরান) একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর তা হলো...

"পাপের লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভূমে
ছাড়াইবে শোয়া-কোটি-ছয় খুন"

অর্থাৎ ভারত সেই দেশটি দখল করার পর সেই দেশে সোয়া কোটি= ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং আর একটি সংখ্যা দেওয়া হলো তা হলে (৬) এর অর্থ ৫টি হয়। আর তাহলো, (১) সোয়া কোটি ৬ শত, (২) সোয়া কোটি ৬ হাজার, (৩) সোয়া কোটি ৬ লক্ষ, (৪) সোয়া কোটি এবং আরও ৬ কোটি বা, (৫) সোয়া কোটিকে ৬ দ্বারা গুণ করা = ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। আবার এটাও হতে পারে শোয়া কোটি ছয় জন। (আল্লাহু আলিম)

(বি:দ্র:) এখানে আগামী কথনের ১৯ নং প্যারায় বলা আছে যে,

"আহাযারি আর কান্নার ভারি,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা"
(আগামী কথন, প্যারা : ১৯)

এবং ক্বাসিদাহ-তেও বলা আছে,

"হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারি।
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা,
ক্রন্দন আহাযারি।
(ক্বাসিদাহ, প্যারা : ৩৯)

অর্থ : দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর বইতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেখানে তারা এমন হত্যা-ধ্বংস চালাবে যে, "দ্বিতীয় কারবালা" সংঘটিত হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রচুর মানুষকে হত্যা করা হবে। এখানে প্রশ্ন হলো কোন দেশে এই বিপদটি ঘনিয়ে আসতে চলেছে?
১. সেটা ভারতের পাশের দেশ। ২. মুসলমানদের দেশ। সে দেশের রাজা নামধারি মুসলিম হবে এবং কাফেরদের বন্ধু হবে। * সেই ভূমিটিকে সবুজের ভূমি বলা হবে। তাহলে বন্ধুরা ধারণা করতে পারছেন কি সেটা কোন দেশ?

প্যারা-১৯

আহাযারি আর কান্নায় ভারি,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম"– সে ক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

ব্যাখ্যা : [১৯] এই পর্বে লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন যে, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করবে সে দেশের ঘরে ঘরে কারবালা শুরু করে দিবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ (কিছু কমবেশ– আল্লাহ আলিম) মানুষ হত্যা করবে। মুসলমানদের এই বিপদে আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন। এখানে উল্লেখ হলো, মুসলমানদের সেই বিপদ মুক্তির উছিলা হবে দুই জন। 'শীন ও মীম হরফ দিয়ে তাদের নাম শুরু হবে। তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হবেন। এখন স্মরণ করুন আগামী কথন-এর ৫নং প্যারা। সেখানে বলা আছে যে,

প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
'শীণ'-'মীম'-এর নিড়ে,
দিয়ে জয় গান– 'আল্লাহ মহান'
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।
(আগামি কথন, প্যারা : ৫)

তাহলে বোঝা গেলো যে, হিন্দুস্থানিরা যখন মুসলমানদের একটি দেশ দখল করে সেখানে দ্বিতীয় কারবালা শুরু করবে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি দল এসেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সামনে অগ্রসর হবে। তাহলে সে সময়ই এই 'শীন' এবং 'মীম' এর প্রকাশ ঘটবে। (ইনশাআল্লাহ)

প্যারা-২০

'শীন' সে তো "সাহেবে কিরান",
'মীম'-এ "হাবিবুল্লাহ"...!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে "মহান আল্লাহ"...!!

ব্যাখ্যা : [২০] এই প্যারায় লেখক (আস-শাহরান) সে পূর্বে আলোচিত "শীন" ও "মীম" এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "শীন" হলো সাহেবে কিরান এবং "মীম" হলো "হাবিবুল্লাহ"! অর্থাৎ, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো "সাহেবে কিরান"! মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো "হাবিবুল্লাহ"! এখন প্রশ্ন হলো কে এই "সাহেব কিরান? আর কে এই "হাবিবুল্লাহ"? এই সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর কথা এসেছে আজ থেকে প্রায় ৯০০ বছর পূর্বে, হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ-র লেখা ভবিষ্যদ্বাণীর কবিতা "ক্বাসিদাহ"-তে। ক্বাসিদায় বলা আছে যে, সাহেবে কিরান, হাবিবুল্লাহ, হাতে নিয়ে শমসের।খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পড়বে, ময়দানে যুদ্ধের। অর্থাৎ, বোঝা গেল যে, এই শীন ও মীম বা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহই হলেন গাজওয়াতুল হিন্দের মহানায়ক।

প্যারা-২১

"হাবিবুল্লাহ" প্রেরিত আমির,
সহচর তার "সাহেবে কিরান"
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র "উসমান"!!!

প্যারা-২২

বীর গাজিগণ আগাইবে জিহাদে
করিবে মরণ-পণ মহা রণ।!
খোদার রাহে করিবে হত্যা,
অসংখ্যা কাফেরকে মু'মিনগণ।

ব্যাখ্যা : [২২] এই পর্বে লেখক আস-শাহরান একটি সুস্পষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন। আর তা হলো, গাজওয়াতুল হিন্দ। (হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ) আগামি কথন-এর ২২নং প্যারা থেকে প্রমাণিত যে, হিন্দুস্থানে ইসলাম কায়েম করার যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে (গাওয়াতুল হিন্দ)– সেই মহা যুদ্ধের মূল চরিত্র বা এই গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি হলো সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ। তাদের নেতৃত্বেই অসংখ্য মুমিনগণ হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হবেন গাজওয়াতুল হিন্দের সত্যায়ন ঘটাতে। অর্থাৎ, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করে 'দ্বিতীয় কারবালা' শুরু করবে, সেই দেশ থেকেই গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য মুমিনগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে। আর তা কাশ্মির বিজয় মুমিনদের দখলে যাওয়ার ২ বছরের মধ্যেই সংঘটিত হবে। [ক্বাসিদাহ ও আগামী কথন এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী] সুতরাং হক্ব কথা জীবনের ভয়ে না বলে শয়তান না হয়ে খাঁটি মুমেন হয়ে দাওয়াতী কাজ চালানো উচিত মসজিদ মাদ্রাসার আলেম ও সকল শ্রেণির মুসলিমদের মাধ্যমে।

প্যারা-২৩

সে ক্ষণে মিলিবে দক্ষিণী বাতাস,
মু'মিনদের সাথে দুই 'আলিফদ্বয়"।
মুশরিক জাতি পরাজয় মানবে,
মুমিনদের হইবে বিজয়।

ব্যাখ্যা : [২৩] 'সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহ নেতৃত্বে' গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য যখন মুমিনগণ ভারতে দিকে অগ্রসর হবে ও যুদ্ধ চালাবে তখন মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে মহান আল্লাহ তাআলা দুইটি ইসলামি দল বা দেশকে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন। সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে আরবির "আলিফ" হরফ দিয়ে। "বীর গাজী মুমিন"দের সাথে তারা যোগদান করে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের পরাজিত করবে। হিন্দুস্থান পুরোপুরি মুমিন মুসলমানদের দখলে চলে আসবে। এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র.) তার ভবিষ্যৎ বাণীর কবিতা বই "ক্বাসিদাহ" এ ভবিষ্যত বাণী করে বলেছেন যে, যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের জন্য ভারতে মহা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন, মুমিনদের পাশে–

মিলে এক সাথে দক্ষিণি ফৌজ, ইরানি ও আফগান,
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা, আনিবে হিন্দুস্থান।

[ক্বাসিদাহ, প্যারা : ৪৭]

আগামী কথনের এই প্যারায় বলা আছে যে, গাজওয়াতুল হিন্দের সময় সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে যে দুই দেশে যোগ দিবে এবং হিন্দুস্থান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে সেই দেশ দুইটি হলো, (১) ইরান ও (২) আফগানিস্তান। অতএব জানা গেলো যে, সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে, ইরান এবং আফগানিস্তানের মিলিত হবার পর এই ৩ দলের সংঘবদ্ধ মুক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ গাজওয়াতুল হিন্দে মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসুল (সা.) এর মাধ্যমে অনেক পূর্বেই দান করেছিলেন। এবং ক্বাসিদাহ তে শাহ নেয়ামতউল্লাহ এবং আগামী কথন এ আস-শাহরান ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। (আল্লাহ আলিম) (আল্লাহ যেন আমাদের সঠিক পথ চেনার সুযোগ দান করেন)– আমিন

প্যারা-২৪

দ্বীন থেকে দূরে ছিলো, সে যে,
ছয় (৬) হরফেতে তাহার নাম।
প্রথমে "গাফ"– খতমে "শাহা",
স্ব-পরিবারে আনিবে ঈমান।

ব্যাখ্যা : [২৪] আলহামদুলিল্লাহ! এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, যখন গাজওয়াতুল হিন্দ (অর্থাৎ, হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ চলবে এর কোন এক সময়)। হিন্দুস্থানের একজন মূর্তিপুজারি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তার পরিবারও ইসলাম কবুল করবে!! এখন কথা হলো হাজার হাজার বেধর্মীরাইতো ইসলাম কবুল করবে। তাহলে এই ব্যক্তিটির নামই কেন প্রকাশ করা হলো? কে এই ব্যক্তিটি? লেখক আসশাহরান তার আংশিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তার নাম ৬টি অক্ষরে হবে প্রথম অংশ হবে "গাফ" এবং শেষের অংশ হবে, "শাহা"! (পদবি) অর্থাৎ নামটি হবে, 'শ্রী 'গাফ' 'শাহা' বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে, শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) তার বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীর কবিতা ক্বাসিদাহ তে বলেছেন যে,

দ্বীনের বৈরি আছিলো শুরুতে, ছয় হরফেতে নাম।
প্রথম হরফে "গাফ"-সে, কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম।

(ক্বাসিদাহ প্যারা : ৪৯)

প্যারা-২৫

হিন্দুস্থানেই হিন্দু রেওয়াজ,
থাকিবে না তিল পরিমাণ।
আল্লাহর খাছ রহমত হবে,
মুমিনদের উপর বরিষান।

ব্যাখ্যা : [২৫] এই প্যারায় লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, গাজওয়াতুল হিন্দের পর হিন্দুস্থানে হিন্দুদের শিরকি, কুফুরি, কোন প্রকার রীতিনীতি ও থাকবে না এবং হিন্দুদের কোন চিহ্ন ও থাকবে না। এ সময়টি তখন আসবে যখন কাশ্মির বিজয় হবে এবং এর দু বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানিরা দ্বিতীয় কারবালা করবে। তারপর মুমিনগণ সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত পানে গাজওয়াতুল হিন্দ করবে।

প্যারা-২৬

অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।

প্যারা-২৭

দ্বিতীয় বিশ্ব সমর শেষে
আষি বর্ষ পর,
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাখ্যা : [২৬] যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিম বিশ্বে বিরাটকায় বিপর্যয় নেমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে।
ব্যাখ্যা : [২৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। অতএব, ১৯৪৫ + ৮০ = ২০২৫ সালে। অর্থাৎ, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দের সময়ই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে। (আল্লাহ আলিম)

প্যারা-২৮

কুর্দিকে এ রণে করিবে ধ্বংস,
কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে
সম্মুখ সমরে রাশিয়া।

ব্যাখ্যা: [২৮] আস-শাহরান বলেছেন, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস করবে, আরমেনিয়া। এবং আরমেনিয়ার সাথে লড়াই এ মাতবে রাশিয়া। [কুর্দি যারা ইরাক, সিরিয়া, ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং, তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা] আরমেনিয়া = ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পূর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত।

প্যারা-২৯

রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরস্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,
কুর্দি করিবে ধ্বংস।

প্যারা-৩০

এরই মাঝেই চালাবে তান্ডব,
পার্শ্বদেশ কে হিন্দুস্থান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংস,
বেইমানের হাতে পাকিস্তান।

ব্যাখ্যা: [২৯] তারপর রাশিয়ায় আক্রমণ চালাবে তুরস্ক, আর ঠিক তখন তারপরই তুরস্ককে কুর্দি জাতি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিবে। **ব্যাখ্যা: [৩০]** এর মাঝেই ভারত তখন পাকিস্তানের উপর তান্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে (পারমাণবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্তানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে।

প্যারা-৩১

তাহার পরেই হিন্দুস্থান কে,
ধ্বংস করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রণে তখন,
একটি আলিফ বধ।

প্যারা-৩২

চতুর্মুখী বজ্রাঘাতে সে
"আলিফ" হইবে নিঃশেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম–
মুছে যাবে সেই দেশ।

ব্যাখ্যা: [৩১] যখন পাকিস্তানকে ভারত ধ্বংস করে দিবে তখন চীন (তিব্বত) আবার ভারতকে ধ্বংস করে দিবে এবং তার পরপরই চীনকে আবার একটি দেশ ধ্বংস করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু। **ব্যাখ্যা: [৩২]** আলিফ নামক দেশটি কে তারপর চতুর্মুখী আক্রমণ চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে কিন্তু তার বিন্দু পরিমাণ চিহ্নও থাকবে না। আলিফ নামক দেশটি কে তারপর চতুর্মুখী আক্রমণ চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে কিন্তু তার বিন্দু; পরিমাণ চিহ্ন থাকবে না। উল্লেখ্য যে সেই আলিফ নামক দেশটির পূর্ণ নাম হলো, "অ্যামেরিকা।" শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র)-তার ক্বাসিদাহ-গ্রন্থে বলেছেন যে,

(ক্বাসিদাহ, ৫২)

এ রণে হবে আলিফ এরূপ,
পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ,
ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।

(ক্বাসিদাহ, ৫৪)

যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।

অতএব বোঝা গেলো, আমেরিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

প্যারা-৩৩

বিশ্ব রণে কালো ধোয়ায়,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।
দেখিবে তখন জগৎবাসী,
দুখানের দশম বাণীর প্রকাশ।

ব্যাখ্যা : [৩৩] যখন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধোয়ার কারণে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে। আর মানুষ সেই দিন সুরা আদ- দুখানের ১০-নং বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ৬ টি জিনিস আসার পূর্বেই নেক আমল জলদি করে সম্পূর্ণ কর। ধোয়া নির্গমন, পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয়, দাজ্জালের আগমন, জন্তর আবির্ভাব, এককভাবে অথবা যৌথভাবে আযাব। রাসূল (সাঃ) আরো বলেন নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ০৩ টি বিষয়ে শতর্ক করেছেন (১) ধোঁয়া, যা মোমেন কে কেবল এক প্রকার শর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরদের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে। (২) ভূ-গর্ভ থেকে অদ্ভুদ এক জানোয়ার এর আগমন। (৩) দাজ্জালের আগমন। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুসকে ঘিরে ফেলবে, এটা যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি। (সূরা আদ-দুখান ৪৪ আয়াত ১০ ও ১১)

প্যারা-৩৪

সাত মাস ব্যাপী ধোঁয়ার আযাবে
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হারাইবে প্রাণ,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যা : [৩৪] এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাত (৭) মাস ধোঁয়ার কারণে পৃথিবী অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, কিয়ামতের বড় ১০টি আলামতের মধ্যে একটি হলো আকাশ কালো ধোয়ায় ছেয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম) আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার কারণটা হলো আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে ২০২৫ সালে যদি এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা অতি আণবিক হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিশালী যুদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে। যার বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আকাশ ধোঁয়ায় ঘিরে যাবে। অসংখ্য অগণিত, মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে, ফসল উৎপাদন হবে না। হাদিস অনুযায়ী ইমাম মাহদির প্রকাশের পূর্বে ২ ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। (১) স্বেত মৃত্যু = ৩য় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপাদন না হওয়ার ফলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ (খড়া)র কারণে। (২) লোহিত মৃত্যু যুদ্ধে রক্তপাতের কারণে মৃত্যু।

প্যারা-৩৫

ভয়ংকর এই শাস্তির কারণ
বলে যাই আমি এক্ষণে,
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,
রাখিও স্মরণে।

প্যারা-৩৬

মহা সমরের পূর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ"।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি"–
সে প্রকৃতই রবের দূত।

ব্যাখ্যা : [৩৫] লেখক বলেছেন যে, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ জাতিকে এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে? তার কিছু কারণও রয়েছে যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন। কারণগুলো পরবর্তী প্যারাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। **ব্যাখ্যা : [৩৬]** আল্লাহ বলেছেন

যে, যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেখানে আমার পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী না পাঠাই। ইতিহাসও তাই বলে। তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংসলীলা চলবে তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন! তাহলে, নিশ্চয়ই ধ্বংসের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন। তারই পরিচয় লেখক আস-শাহরান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সেই আল্লাহ প্রদত্ত ব্যক্তিটির পরিচয়টা হলো তিনি "ইমাম আল মাহমুদ"। তার পাশে থাকবে "শীন" (সহচর বা বন্ধু) (উল্লেখ্য যে শীন হলো তার নামের ১ম হরফ পুরো নাম প্রকাশ হয়নি) একটু স্মরণ করুন আগামী কথন এর (৫, ১৯, ২০ এবং ২১ নং) প্যারাগুলে সেখানে বলা আছে, "শীন" ও "মীম" এর কথা। (যারা গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি ও নেতা) বলা আছে,

"শীন সেতো সাহেবে কিরান,
মীম এ "হাবিবুল্লাহ" (২০)
এবং আরো বলা আছে যে,
"হাবিবুল্লাহ প্রেরিত আমির,
সহচর তার সাহেবে কিরান (২১)

অতএব, "মীম" হরফে শুরু নামে (মাহমুদ) তার উপাধি হলো হাবিবুল্লাহ। (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা) শীন হরফের নামের শুরু (পুরো নাম জানা যায়নি) তার উপাধি হলো, "সাহেবে কিরান" ।তিনি গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি এবং উসমানি তরবারির ধারক-বাহক। তিনিও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তিনি প্রধান আমিরের সহচর/বন্ধু হবেন। অর্থাৎ, এই ইমাম মাহমুদই হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধুই হচ্ছেন সাহেবে কিরান। তাদের দুজনের নেতৃত্বেই "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে। তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হবে। [ইনশাআল্লাহ] (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী)

প্যারা-৩৭

হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে মাহমুদ"-এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংস–
সে হইবে না কামিয়াবি।

ব্যাখ্যা : [৩৭] আস-শাহরান বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের প্রকাশের সমসাময়িককালে ভারত থেকে একজন ভন্ড নিজেকে "ইমাম মাহমুদ" বলে দাবি জানাবে। কিন্তু সে কোনরূপ সফলতা পাবে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।

প্যারা-৩৮

হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর "শীন"।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।

প্যারা-৩৯

"সত্য"-সহ করিবেন আগমন
তবুও করিবে অস্বীকার।
হক্বের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায়-অবিচার।

ব্যাখ্যা : [৩৮] এখানে ইমাম মাহমুদের কথা বলা হয়েছে।
(১) তার হাতে একটি লাঠি থাকবে (হয়তো বিশেষ গুণ সমৃদ্ধ)। (২) পাশে জ্যোতি

থাকবে (হয়তো জ্যোতি বলতে আলো বা জ্ঞান বোঝানো হয়েছে বা অন্য কিছু, আল্লাহ জানেন) এবং সাথে থাকবে সহচর শীন (সাহেবে কিরান)! । **ব্যাখ্যা : [৩৯]** ইমাম মাহমুদ সত্যসহ আগমন করবেন । তবুও তাকে অস্বীকার করবে অধিকাংশ মানুষ । আর সেই হক্ব পন্থিদের উপর বাতিলপন্থি খুবই অন্যায়-অবিচার করবে ।

প্যারা-৪০

অবিশ্বাসী জাতির উপর
গজব নাজিল হবে তখন–
পঁচিশ সনের মহা সমরে
ধোঁয়ার আযাব আসিবে যখন ।

ব্যাখ্যা : [৪০] আমরা কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসে পাই যে, হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায় সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল । হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায় আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল । হযরত লূত (আ) কে না মানায় তার জাতি ধ্বংস হয়েছিল । নূহ (আ) কে না মানার কারণে গোটা পৃথিবীর উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো । তারই ধারাবাহিকতায় ইমাম মাহমুদকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার, অবিচার, অত্যাচার করার কারণে ২০২৫ সালে এই আযাব নাযিল হবে । (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী)

প্যারা-৪১

লিখে রাখা আছে খুঁজে দেখো
তবে, মহানবীর (সা.) পুথিতে ।
আধুনিকতার হইবে ধ্বংস,
পৃথিবী ফিরে যাবে অতীতে ।

প্যারা-৪২

থাকবে না আর আকাশ মিডিয়া,
থাকবে না আণবিক অস্ত্র ।
ফিরে পাবে ফের ইতিহাস-দৃশ্য,
ঘোড়া-তরবারির চিত্র ।

ব্যাখ্যা : [৪১] এই অংশে বলা হয়েছে যে, হাদিস শরিফে বলা আছে যে, পৃথিবী আধুনিকতায় পৌঁছাবে । অতপর তা আবার ধ্বংস হবে, পৃথিবী আবার প্রাচীন যুগে ফেরত যাবে । সুতরাং, এই ২০২৫ সালের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তা হবে । **ব্যাখ্যা : [৪২]** এখানে লেখক বলেছেন যে, ২০২৫ সালের পর আকাশ মিডিয়া (টিভিরেডিও, মোবাইল-টেলিফোন, কৃত্রিম উপগ্রহ) কিছুই থাকবে না । আণবিক, পারমাণবিক বা আধুনিক কোন অস্ত্র থাকবে না, পুনরায় ইতিহাস অতীত দৃশ্যে চলে আসবে । ঘোড়া-তরবারির ব্যবহার ফের শুরু হবে । বইতে উল্লেখিত ১নং হাদিস টি দেখুন ।

প্যারা-৪৩

গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র ধ্বংস,
নিকটই হবে দূর ।
প্রাচ্যে বসে শুনবে না আর,
প্রতিচির গান সুর ।

প্যারা-৪৪

সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দুঃসাহসিকতা ।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে,
তাইতো এই বিধ্বংস্ততা ।

ব্যাখ্যা: [৪৩] আস শাহরান বলেছেন যে, গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র (মোবাইল-টেলিফোন, টেলিভিশন-রেডিও, সাউন্ড সিস্টেম) সবকিছু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে । আমরা এখন বহুদূরের রাস্তা দ্রুতই পার করি, কিন্তু তখন কাছের রাস্তাকেই দূরের মনে হবে (যদি বেঁচে থাকি) । কারণ, ২০২৫ সালের পর দ্রুতগামী যানবাহন থাকবে না । পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে বসে আর অন্য প্রান্তের গান সুর আর শোনা যাবে না । মোটকথা আধুনিকতা

নামের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা যুগের অবসান ঘটবে । **ব্যাখ্যা : [৪৪]** এখানে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের গজব নাজিল হবার আরও একটি বড় কারণ হলো, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে । [যেমন : অত্যাধুনিক রোবট, টেস্টটিউব বেবি, জেন্ডার চেঞ্জ, প্লাস্টিক সার্জারি, হাইব্রিড উদ্ভিদ ও প্রাণিসহ ইত্যাদি]

প্যারা-৪৫

বাংলায় তোমরা করেছো পূজা,
মুশরিক “বা' আল” দেবতার ।
মুসলিম হয়েও কেন তোমরা,
হারাচ্ছো নিজেদের অধিকার?

প্যারা-৪৬

আধুনিক কারণে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লীলতায় ।
বে-পর্দা নারী, মুর্খ আলেম, তাইতো–
পঁচিশে ধ্বংস হবে সব অন্যায় ।

ব্যাখ্যা : [৪৫] এখানে লেখক বুঝিয়েছেন যে, ২০২৫ সালের পূর্বেই বাংলা ভূমিতে “বা'আল” দেবতার পূজা করা হবে । উল্লেখ্য যে, হযরত ইলিয়াস (আ), আল-ইয়াছা (আ), যুলকিফল (আ) এবং হযরত মিকাইয়া ও ইয়াছিন (আ), হযরত আর (আ)-সহ অসংখ্য নবি-রাসূলগণ বর্তমান ফিলিস্তিন, সিরিয়াসহ আশপাশে বা'আল দেবতার পূজার বিরুদ্ধে আগমন করেছিলেন । কারণ, তখন বা'আল দেবতার রাজত্ব চলতো । **ব্যাখ্যা: [৪৬]** এই পর্বে ব্যাখ্যা হয়তো বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না । আধুনিকতার জন্য মানুষ যে কতটা নগ্নতা আর অশ্লীলতায় ডুবে যাচ্ছে তা সবাই জানেন । আর দুটি বড় কারণ হলো, **(১) বেপর্দা নারী :** বেপর্দা নারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধিতর হতেই আছে । **(২) মূর্খ আলেম :** মুর্খ আলেমের অভাব নেই । যারা, ভ্রান্ত ফতোয়াবাজ, পেট পূজারী, সঠিক ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী । এই সকল কারণের সমষ্টিতেই ২০২৫ সালে আযাব গজব নাজিল হবে । (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী) **বি.দ্র.** ইসলামি সংগঠনের প্রত্যেক আমির গন নিজেদের সঠিক আকিদার উপর আছেন বলে মনে করেন । যেমন আমার এই বইটিও সকলের কাছে গ্রহন যোগ্য নয় অথচ বইতে উল্লেখিত সবই সত্য ।

প্যারা-৪৭

আকাশে আলামত; জন্ম হলো,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান ।
চল্লিশ বছরে প্রকাশ পাবে,
দুটি শক্তিতে সে বলিয়ান ।

ব্যাখ্যা : [৪৭] এখানে লেখক আস শাহরান রাসূল (সা.)-এর হাদিছ থেকে কথা বলেছেন । হাদিছে বলা আছে, ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে । দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে । সে দুইটি শক্তির চাদর গায়ে (২টি শক্তিশালী দল) থাকবে । আমাদের নিকটবর্তী সময়ে আকাশে আলামত বলতে হেলির ধূমকেতু ১৯৮৬ সালে দেখা গিয়েছিলো । আর “আগামী কথন” এ লেখক বলেছেন ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের পর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের পর ৪০ বছর বয়সে সুফিয়ানের প্রকাশ ঘটবে । ১৯৮৬ + ৪০ = ২০২৬ সাল । অতএব ২০২৬ সালেই দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে । (ইনশাআল্লাহ) যা ইমাম মাহদির আগমনকে ইঙ্গিত করে ।

প্যারা-৪৮

মহাযুদ্ধের দু সনের মাঝেই
ভয়ংকরি এক তান্ডবে।
মুসলিমদের উপর আক্রমণে,
সুফিয়ানির জয় হবে বাগদাদে।

প্যারা-৪৯

সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান,
তারপর হবে একটু স্থির।
কালো পতাকাধারী পূর্বের সেনারা,
জমাইবে আরবে ভীড়।

ব্যাখ্যা : [৪৮] ২০২৫ সাল থেকে ২ বছরের মধ্যেই আবু সুফিয়ান বাগদাদের মুসলিমদের উপর বিরাট এক আক্রমণ চালাবে। সেখানে মুসলমানেরা পরাজিত হবে। আবু সুফিয়ানের বিজয় হবে। **ব্যাখ্যা : [৪৯]** সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান বাগদাদে জয় লাভের পর স্থির হয়ে থাকবে। তারপরই মহাযুদ্ধের ২ বছর পর ২০২৭-২৮ সালের দিকে হাদিসের সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতাটা প্রকাশিত হবে। কালো পতাকাধারী সেনারা আরবে প্রবেশ করবে, ইমাম মাহদির সাহায্যে।

প্যারা-৫০

আরবে তখনও চলিবে তিনজন,
সার্থলোভী নেতার লড়াই।
আল্লাহর দ্বীন ভুলে গিয়ে তারা,
দেখাবে ক্ষমতার বড়াই।

প্যারা-৫১

আধুনিকতার অধ্বঃপতনের
তৃতীয় বর্ষ পর।
আঠাশে প্রকাশ পাইবেন “মাহদী”
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যা : [৫০] আরবে একজন খলিফার তিনজন পুত্র ক্ষমতার লোভে লড়াই করতে থাকবে। তারা কেউই সঠিক আকীদার নয়, শয়তান। সহিহ হাদিছেও উল্লেখিত আছে। (ইবনে মাজাহ) তাহলে কি তখনই প্রকৃত 'ইমাম মাহদির আগমনের সময়'?

ব্যাখ্যা : [৫১] একটি চিরাচরিত নাম ইমাম মাহদী। একজন প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আপনার কাছে এই নামটিতে মিশ্রিত রয়েছে শত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-শান্তির বাতাস, অপেক্ষা। সবার একটাই প্রশ্ন, কবে ইমাম মাহদী'র আগমন ঘটবে? সবার সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী কথন এর লেখক (আস-শাহরান) প্রকাশ করলেন যে, যখন কাশ্মির বিজয় হবে– তার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্তানিরা 'দ্বিতীয় কারবালা' করবে, সে সময় ইমাম মাহমুদ (হাবিবুল্লাহ) ও তার বন্ধু বা সহচর শীন (সাহেবে কিরান) এদের প্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্বে “গাজওয়াতুল হিন্দ” হবে। ২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে। যার ফলে আধুনিকতা চিরতরে ধ্বংস হবে। এরই তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ, ২০২৮ সালে ইমাম মাহদী'র প্রকাশ ঘটবে। (আল্লাহু আলম)

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ কবে হবে?

এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবল মাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদীর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না জানার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদীর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২৩ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন হবে। যদিও এর কোনটা সঠিক নয়।

বরং বর্তমানে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে। তাই কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে নির্ভরশীল হবেন না। কারণ আমার গবেষণা ভুলও হতে পারে।

১. ১৫ই শুক্রবার রাতে রমজান মাসে বিকট শব্দে আওয়াজ হবে

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে”। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে'? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “না বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচন্ডতায় সত্তর হাজার মানষু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।
(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

২. রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ৬৩৮] সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১ রমজানে শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল।

আশুরা বা ১০ মুহাররম শনিবার হবে

ইমাম বাকির (রহ.) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) আ. মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য। (বিহারুল আনোয়ার, ভলিউম ৫২, পৃষ্ঠা-২৭০) (গাইবাত, লেখক : শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা-২৭৪) (কাশফ উল গাম্মাহ, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা-২৫২) সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

৩. ইমাম মাহদীর নাম ধরে জিব্রাইল (আ.)-এর আহ্বান

হযরত আবু বাছির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ সা. এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমন : (১) আকাশ থেকে আহ্বান (২) সুফিয়ানীর উত্থান (৩) খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ। (৪) নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপক হারে হত্যা করা (৫) (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বংসে যাবে। ইমাম মাহীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে। (১) শ্বেত মৃত্যু (২) লাল মৃত্যু। শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের

কারণে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু আর লাল মৃত্যু হল (যুদ্ধের) কারণে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি হযরত জিব্রাইল (আ.) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ই রমজান শুক্রবার রাতে। (হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি) (বিহারুল আনোয়ার, খ--৫২, পৃষ্ঠা-১১৯, বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা১৫০, মুস্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা-৪২৫, মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খ--৩, পৃষ্ঠা ৪৭২) সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবি মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৪. রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদী আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রজমানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহণ না ঘটে। – (ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকুতনী), (আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মান্তাজার, লেখক : ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা-৪৭)

৫. বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) এর উক্তি :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন ১৪০০ হিজরীর পর ২ দশক বা, ৩ দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে। [আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়্যাহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিক : লেখক : কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা-২১৬] সুতরাং ১৪০০ + ২০ + ৩০= ১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল।

৬. শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহ.) এর কাসিদাহ :

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহ.) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি কবিতা। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে, 'কানা জাহুকার' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত। উল্লেখ্য যে, 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বাণী ঈসরাইলের ৮১নং আয়াতে রয়েছে। এবং আমরা জানি যে, উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল,১৯৪৭ সালে। সুতরাং ১৯৪৭ + ৮১ = ২০২৮ সাল।

প্যারা-৫২

শত অপেক্ষা অবসান ঘটিয়ে,
ইমাম মাহদির হবে আগমন।
দুঃখ-দুর্দশা হবে দূর,
শান্তিতে ভরে যাবে এ ভুবন।

প্যারা-৫৩

শুনে রাখো তোমরা বিশ্ববাসী,
মাহদির দেখা পেলে...
তার পাশেই রবে রবের রহমত,
শুয়াইব ইবনে ছালেহ।

ব্যাখ্যা: [৫২] [৫৩] যখনি বিশ্ববাসী ইমাম মাহদিকে পেয়ে যাবে, তখন তারা ইমাম মাহদির পাশে তার সহচর বা বন্ধু "শুয়াইব ইবনে ছালেহ" কেও পাবে। উল্লেখ্য যে, লেখক আস-শাহরান তাকে 'রবের রহমত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব বুঝতেই পারছি তার মর্যাদা রয়েছে, তিনিও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। (যেমন : হযরত মুহাম্মদ (স.) ও আবু বকর (রা.), ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ (দা. বা.) ও শীন সাহেবে কিরান (দা. বা.) এদের অনুরূপ) ইমাম মাহদীর প্রকাশের জন্য রমজানের ১ম

ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হতে হবে। এখন কথা হলো, উপরোক্ত যত আলামত তা ২০২৮ সালের পক্ষে। এবং মাহদির পূর্বে যা কিছু ঘটনা ঘটবে যেমন : (১) ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশ হবে। (২) পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা যাবে। (৩)শ্বেত মৃত্যু হবে। (৪) লোহিত মৃত্যু হবে। (৫) এক বছরের খাদ্য সংগৃহীত করতে হবে। (৬) ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের আত্মপ্রকাশ পাবে। (৭) গাজওয়াতুল হিন্দ হতে হবে। (৮) আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে।

এরকম আরো বহু সূত্রের যোগ ফল দেখলাম ২০২৮ সাল। যা লেখক "আস-শাহরান" এর আগামী কথন কে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে, ইনশাআল্লাহ। (বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন) লিখেছেন সত্যের সৈনিক ।

প্যারা-৫৪

কালো পতাকাধারী "মাহমুদ" সেনারা,
মাহদীর হাতে নিবে শপথ।
আরবে করিবে ঘোরতর রণ,
অতঃপর আনিবে আলোর পথ।

ব্যাখ্যা : এখানে লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, যে সৈনিকেরা খোরাসান থেকে প্রকাশ পাবে এবং আরবে ইমাম মাহদির সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং ঘোরতর যুদ্ধ করবে, আগামী কথনে প্রকাশ করা হয়েছে ঐ সৈনিকগণই হবে "ইমাম আল-মাহমুদ" হাবিবুল্লাহ-এর সৈনিক। তারা ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বেই আরবে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করেই ইমাম মাহমুদ ও তার সৈন্যগণ সবাই ইমাম মাহদী'র আনুগত্যের শপথ করবে। তারপর আরবে যুদ্ধ করবে এবং ঐ যুদ্ধে সফলতা পাবে। এবং ইমাম মাহদির পরিচয়টা সেখানে প্রকাশিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ কালো পতাকার দল বাংলার ইমাম মাহমুদ এর দল। আল্লাহতায়ালা আগামি কথনের মাধ্যমে সকল অপব্যাখ্যার সমাধান দিয়েছেন।

প্যারা-৫৫

মধ্য রমজানের ভোরের আকাশে,
জিব্রাইল দেবেন ভাষণ।
প্রকাশ পাবেন, ক্ষমতায় যাবেন,
"মাহদী" করবেন বিশ্ব শাসন।

প্যারা-৫৬

মাকামে ইব্রাহীম ও কাবা গৃহ
এ দুয়ের মধ্যখানে,
মাহদির সত্যায়ন দিবেন জিব্রাইল,
প্রকাশ্য মজলিসে দিবালোকে।

ব্যাখ্যা : [৫৫] যে বছর "ইমাম মাহদী'র আত্মপ্রকাশ হবে, ঐ বছর ১৫ই রমজান, শুক্রবার (বৃহস্পতি বার দিবাগত রাতে) ভোর রাতে আকাশ থেকে বিকট কণ্ঠে আওয়াজ আসবে। আর তা হবে জিব্রাইলের কণ্ঠ। [যদিও তার পরপরই আরও একটি আওয়াজ শয়তান দিবে] ('ইমাম মাহদী আগমনের আলামত' শিরোনাম দেখুন) অতঃপর, ইমাম মাহদী ঐ বছরই প্রকাশ পাবেন, তার পরের বছরই ক্ষমতায় যাবেন।

ব্যাখ্যা : [৫৬] যখন ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে কাবাগৃহ ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে, তখন জিব্রাইল (আ.) প্রকাশে ইমাম মাহদির পাশে দাঁড়িয়ে তার সত্যতার কথা ভাষণ দিবেন।

প্যারা-৫৭

সেই মজলিসে ইমাম মাহমুদকে
খোদা সম্মান দান করিবেন।
রহস্য উদ্ঘাটনের সেই দৃশ্য,
সবাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

ব্যাখ্যা : [৫৭] এখানে লেখক আস-শাহরান ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন, যে মজলিসে জিব্রাইল (আ.) ফিরিস্তা প্রকাশ্যে মাহদির পাশে থাকবেন এ মজলিসে ইমাম মাহদির পাশে ইমাম মাহমুদ কেও কোন একটা সম্মানী দান করবেন। আর তাকে সেটাকে লেখক এখানে 'রহস্য' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সেই রহস্যের যখন প্রকাশ্যে চলে আসবে তখন তা সবাই সচক্ষে দেখতে পাবে।

প্যারা-৫৮

আক্রমণ করিতে আসিবে মাহদিকে,
অসংখ্য সেনাসহ সুফিয়ান।
'বায়দাহ' নামক প্রান্তরে এসে,
ধ্বসে যাবে সাত হাজার তিনশ প্রাণ।

প্যারা-৫৯

যদিও সে স্থানে ভূমি ধ্বসের ফলে,
হারাইবে সকলেই প্রাণ।
খোদার কুদরত; বেঁচে রবে শুধু
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।

ব্যাখ্যা : [৫৮] হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ইমাম মাহদীকে হত্যা করার তাগিদে শাম দেশ (সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে। তারা যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বায়দাহ নামক স্থানে আসবে তখন ভূমি ধ্বসে ফলে সবাই প্রাণ হারাবে। উল্লেখ্য যে, আস-শাহরান "আগামী কথনে" বলেছেন, ঐ সেনা দলটি দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চলবে। আর ভূমি ধ্বসে ফলে ৭ হাজার ৩০০ মানুষ প্রাণ হারাবে।

ব্যাখ্যা : [৫৯] লেখক বলেছেন যে, ভূমি ধ্বসের কারণে ঐ স্থানের সবাই প্রাণ হারালেও আল্লাহর কুদরতে শুধুমাত্র আবু সুফিয়ানিই বেচে রবে।

প্যারা-৬০

প্রাণ ভিক্ষা পেয়ে আবু সুফিয়ান,
মাহদির প্রচারণা চালাবে,
অবশেষে সে ইমান হারা হয়ে,
মৃত্যুবরণ করিবে।

প্যারা-৬১

সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র প্রাধানরা,
মহাদীর হাতে নেবে শপথ।
বাদশাহী পাবে ইমাম মুহাম্মদ,
পৃথিবীকে দেখাবেন সুপথ।

ব্যাখ্যা : [৬০] যখন ভূমি ধ্বসের পর সুফিয়ান কেবল নিজেকেই জীবিত দেখতে পাবে, তখন ভয় ভিত্তিতে দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে ইমাম মাহদি এসে গেছে, ইমাম মাহদি এসে গেছে। তবে সে ইমান আনবে না, যার ফলে পরবর্তিতে ইমানহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। **ব্যাখ্যা : [৬১]** সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা ইমাম মাহদীর হাতে শপথ গ্রহণ করবে এবং মাহদিকে বিশ্ব বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। তখন ইমাম মাহদী পৃথিবীর মানুষকে সুপথে পরিচালনা করবেন।

প্যারা-৬২

ফলমূল, শস্যদানা ও উদ্ভিদমালার,
বহুগুণে হবে উৎপাদন।
আল্লাহর খাছ রহমত পেয়ে,
শান্তিতে রবে জনগণ।

প্যারা-৬৩

রবের চারটি দূত তখন,
থাকিবে দুনিয়ার উপর।
"মীম" "মীম" দুইটির আমির,
"শীন" ও "শীন" তাদের সহচর।

ব্যাখ্যা : [৬৩] আস-শাহরান প্রকাশ করেছেন তখন চারজন রবের প্রেরিত বান্দা থাকবে একসাথে। তাদের ৪ জনের মধ্যে ২ জন আমির আর ২ জন তাদের ২ জনের সহচর। আমির ২ জনের নাম "মীম" হরফে এবং সহচর ২ জনের নাম "শীন" হরফে। যথা :(১) "মীম" = মুহাম্মাদ (মাহদী) আমির। (২) "শীন" = শুয়াইব (সহচর)
(৩) "মীম" = ইমাম মাহমুদ (আমির) (৪) "শীন" = সাহেবে কিরান (সহচর)

প্যারা-৬৪

বাদশাহী পেয়ে বিশ্বনেতা
সাত থেকে নয় বছরের পর,
ভারপ্রাপ্ত করিবে খেলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।

প্যারা-৬৫

দু'সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাসন ভার...
হস্তান্তর করিবেন খেলাফত,
"মুনসুরের উপর।

ব্যাখ্যা : [৬৪] ইমাম মাহদী তার বিশ্ব শাসনভার সাত থেকে নয় বছরের মধ্যেই হঠাৎ ত্যাগ করবেন। আর তখন বিশ্ব শাসন ভারপ্রাপ্ত হবে ইমাম মাহমুদের উপর। বোঝা যায়, ইমাম মাহমুদের সম্মান তাহলে অনেক। ইমাম মাহদির পরেই তার সম্মান।

ব্যাখ্যা : [৬৫] ইমাম মাহদীর পর যখন ইমাম মাহমুদ বিশ্ব শাসন করবেন। তার খেলাফতের ২ বছরের মধ্যেই বিশ্বশাসন ভার ত্যাগ করবেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন 'মুনসুর' নামক একজন ব্যক্তির উপর। কারণ সে ব্যক্তিটি আল্লাহর মনোনীতই হবে। কেননা, এই মুনসুরের নামটি কিছু হাদিসেও প্রকাশিত আছে।

প্যারা-৬৬

কাহতান বংশীয়, লাঠি হাতে,
বড় কপাল বিশিষ্ট,
বিশ্বশাসন করিবেন মুনসুর,
থাকিবে শত্রুর উপর ক্ষিপ্ত।

প্যারা-৬৭

আটত্রিশ থেকে আটান্ন সাল,
মুনসুরের শাসন কাল।
শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে,
রবের দ্বীন রাখবে অটল।

ব্যাখ্যা: [৬৬] সেই মুনছুর কাহতান গোত্র থেকে জন্ম নিবে। (উল্লেখ্য যে, কাহতান গোত্রটি কুরাইশ বংশেরই একটি গোত্র) তার হাতে একটি লাঠি থাকবে, তার কপাল বড় হবে। হাদিসে পাওয়া যায় যে, তার গায়ের রং শ্যামবর্ণের হবে, আর কান ছিদ্র হবে। সে ইমাম মাহদির সময় তার পাশে থেকে তাকে খেলাফত কালে সহযোগিতাও করবে। সে ইমাম মাহদি ও ইমাম মাহমুদের প্রিয়পাত্র হবে। **ব্যাখ্যা : [৬৭]** লেখক আস-শাহরান বলেছেন যে, মুনসুর ২০৩৮-২০৫৮ সাল এই ২০ বছর বিশ্ব শাসন করবেন। শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

প্যারা-৬৮

শাসক মুনসুরের খেলাফত
শেষের অষ্টবর্ষ পূর্বে,
মিথ্যা ঈসা'র হবে দাবিদার,
একজন পারস্য সম্রাজ্যে।

ব্যাখ্যা : [৬৮] মুনসুর শাসকের খেলাফত শেষ হবার ৮ বছর আগে যেহেতু ২০৫৮ সালে শাসন শেষ হবে সুতরাং, ২০৫০ সালে পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একজন ব্যক্তি নিজেকে হযরত ঈসা (আ.) বলে দাবি জানাবে। অথচ সে একজন, মহামিথ্যুক,

ভন্ড হবে। এ দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত হযরত ঈসা (আ.) তখনও আগমন করেননি। সুতরাং, বর্তমান বিশ্ব যে কথাটার উপর আস্থা রাখছে যে, ইমাম মাহদির সময় কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) আগমন করবেন সেই কথাটা 'আগামী কথন' সমর্থন করে না। **[বিঃদ্রঃ কোন হাদিসও এ কথা বলে না যে, ইমাম মাহদির সময়কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আ.) আসবেন]**

প্যারা-৬৯

বাতিল ধ্বংসে রবের দূত,
"জামিল" নামটি তার।
ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার,
রব দিবেন দায়িত্বভার।

প্যারা-৭০

শত্রু নিধন করবে 'জামিল'
হাতে রেখে 'যুলফিকর'!
রক্ত নেশায় উঠবে মেতে,
সাথে রবে 'সালমান'– সহচর।

ব্যাখ্যা : [৬৯] যখন ২০৫০ সালে পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একজন ভ- মিথ্যাবাদী নিজেকে ঈসা (আ.) বলে দাবি করবে, তখন ঐ ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন শুভ শক্তির আগমন ঘটবে। তার নামটি লেখক আস-শাহরান 'আগামী কথন' এ প্রকাশ করেছেন আর তার নামটি হবে "জামিল" (সৌন্দর্যের অধিকারী)। ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করার জন্য রব নিজেই তাকে দায়িত্ব দিবেন। অর্থাৎ, তিনি ইলমে লাদুনির অধিকারী হবেন। **ব্যাখ্যা : [৭০]** লেখক (আস-শহরান) বলেছেন যে, এই বীর যোদ্ধা 'জামিল'– যখণ শত্রু নিধন করতে ময়দানে নামবে তখন তার হাতে 'যুলফিকর' তরবারি থাকবে (যেটা মুহাম্মদ (সা.) ব্যবহার করতেন)। সে শত্রুদের রক্তের নেশায় মেতে উঠবে এবং তার পাশে থাকবে তার সহচর বা প্রিয় বন্ধু হিসেবে থাকবেন "সালমান"। যেহেতু সালমানের নাম তার জন্মের পূর্বেই প্রকাশিত হলো, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সেও আল্লাহর মনোনীত বান্দা হবে।

প্যারা-৭১

ভন্ড ঈসাকে ধ্বংস করিবে
জামিল চোয়ান্ন সালে।
বীর জামিলকে জানাইবে স্বাগতম,
মুনসুর শাসকের দলে।

প্যারা-৭২

মুনসুর তখন বানাবে 'জামিল'-কে
তাহার প্রধান সেনাপতি।
রবের রহমতে সে বীর যোদ্ধা,
বিশ্বে পাইবেন স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যা : [৭১] দেখুন আস-শাহরান রবের সাহায্যে কতটা নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ২০৫০ সালে যে ভন্ড নিজেকে ঈসা (আ.) বলে দাবি জানাবে, তাকে ২০৫৪ সালে জামিল যুদ্ধের ময়দানে কতল করবে। তখন সে সময়ের বাদশা 'মুনসুর' জামিলের বীরত্ব, সাহসিকতা ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে জামিলকে তার দলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাবে। **ব্যাখ্যা : [৭২]** জামিল যখন ভন্ড ঈসা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবে তখন তাকে বাদশা মুনসুর বিশ্বের প্রধান সেনাপতি বানাইবেন। বিশ্বের বুকে জামিল 'বীরযোদ্ধা' খেতাব পাবেন। কারণ, এই জামিল হবেন আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দা।

প্যারা-৭৩

তাহার পরেই ধরণি বাসী,
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে,
জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",
ছিলো সে চোখের আড়ালে।

ব্যাখ্যা : [৭৩] লেখক বলেছেন, তারপর যখন ২০৫৫ সাল আসবে "জাহজাহ" নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো। উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না "জাহজাহ" নামক এক আযাদকৃত কৃতদাস "বাদশাহী" না পাবে। অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিসে বর্ণিত "জাহজাহ"।

প্যারা-৭৪

পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,
আযাদ দিলেন রব।
ধরণির মাঝে বন্ধ করবেন,
কোলাহলের উৎসব।

প্যারা-৭৫

ছাপ্পান্নতে যাবেন জাহজাহ
শাসন ক্ষমতায়
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।

ব্যাখ্যা : [৭৪] এখানে লেখক বলেছেন, এই "জাহজাহ" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন। আর "জাহজাহ" যখন আসবে, তখন পৃথিবীতে কোন একটা বড় কোলাহল (ইকতেলাব/মতানৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই "জাহজাহ"। যেহেতু, হাদিস শরিফে জাহজাহ'র বাদশাহী পাবার পূর্ব ঘোষণা রয়েছে। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে তিনিও আল্লাহর মনোনীত বান্দা হবেন।
ব্যাখ্যা : [৭৫] জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাসন ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামত করবেন এবং রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন। **বিঃ দ্রঃ** যেহেতু বাদশাহ মনুসুর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাসন চালাবে। সেহেতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহি পাবে না। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাসন করবেন। (আগামী কথনের ভাষ্যে)

প্যারা-৭৬

ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা,
আল্লাহর রসূল (সা.) বলে গিয়েছেন
তার থাকবে এক চোখ কানা।

প্যারা-৭৭

মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন করিবে অস্বীকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবি।

ব্যাখ্যা : [৭৬] সেই ভয়ংকর ফিতনা "দাজ্জাল" আস-শাহরান এর ভবিষ্যদ্বাণী ২০৬০ সালের শেষের দিকে, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে, কপালে "কাফির" লেখা থাকবে। **ব্যাখ্যা : [৭৭]** 'দাজ্জাল' প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে, তখন যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্যারা-৭৮

দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব-লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয় ।
জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য
রবের রহমতের আশ্রয় ।

প্যারা-৭৯

সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে
জাহজাহ করিবেন ইমামত,
বাষট্টি সালে গম্বুজের উপর
রব পাঠাইবেন রহমত ।

ব্যাখ্যা : [৭৮] যখন দাজ্জাল ও তার অনুসারী সৈন্যরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন । **ব্যাখ্যা : [৭৯]** এখানে লেখক বলেছেন যে, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে সাদা গম্বুজ বিশিষ্ট । আর ২০৬২ সালে রব ঐ দামেস্কের মসজিদের সাদা মিনারে রহমাত স্বরূপ কিছু পাঠাইবেন ।

প্যারা-৮০

আসরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন ।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি
দু'পাশে ফিরিস্তা দুজন ।

প্যারা-৮১

ইমাম জাহজাহ জানাইবেন তাকে,
সালাতে ইমামতির আহ্বান
হযরত ঈসা (আ.) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান ।

ব্যাখ্যা: [৮০] ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আসরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় দুই ফিরিস্তার কাধে ভর করে হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নামবেন । ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন "জাহজাহ"! তিনি ঐ সময় ইমামতির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন । **ব্যাখ্যা: [৮১]** একটি চিরাচরিত হাদিছ, যখন গম্বুজের উপর ঈসা (আ.) নামবেন তখন মুসলমানদের আমির ঈসা (আ.)-কে বলবেন, "আসুন সালাতের ইমামতি করুন" তখন ঈসা (আ.) বলবেন, "না বরং আপনাদের আমির তো আপনাদের মধ্যেই" । সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে, সেই ইমাম হবেন ইমাম মাহদী তার পিছনেই ঈসা (আ.) সালাত আদায় করবেন । কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদির নাম বলা হয়নি । বরং বলা আছে, "মুসলমানদের আমির" । তাই হতেই পারে যে, সেই আমির হলেন, ইমাম জাহজাহ্, অস্বীকার করা যায় না । (আল্লাহই ভালো জানেন) বইতে উল্লেখিত ২৩নং হাদিসটি দেখুন ।

প্যারা-৮২

যূলফিকর হাতে "লুদ্দ" এর ফটকে,
ঈসা (আ.) তখন,
হত্যা করিবেন–কানা দাজ্জালকে
করিয়া আক্রমণ ।

প্যারা-৮৩

ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন জাহজাহ,
ঈসা (আ.) করিবেন শাসন ।
রবের রহমতে দ্বিতীয় আগমনে,
তিনি পাইবেন উচ্চ আসন ।

ব্যাখ্যা : [৮২] আসমান থেকে নামার পর ঈসা (আ.) ২০৬২ সালে (আল্লাহ আলম) "লুদ্দ" নামক শহরের ১ম ফটক বা গেইটের সামনে হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে যুলফিকর তরবারি দ্বারা কতল করবেন । যুলফিকর তরবারি হলো মুহাম্মদ (সা.) এর তরবারি । যেটি 'জামিল' হাতে পাবে ভ- ঈসাকে হত্যা করার জন্য । অতপর, হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে পৌঁছে দিবে 'দাজ্জাল'কে হত্যা করার জন্য । **ব্যাখ্যা : [৮৩]** ঈসা (আ.) এর আগমনের পর ইমাম জাহজাহ বিশ্ব শাসন ভার তার হাতে তুলে দিবেন ।

তখন ঈসা (আ.) ইসলামী শরিয়াত অনুযায়ী বিশ্ব শাসন করতে থাকবে ।

প্যারা-৮৪

সুশৃঙ্খল ময় শান্তি বিশ্বে
করিবে বিরাজ মান,
ছিয়াষট্টিতে "দাব্বাতুল আরদ" এর
হইবে উত্থান ।

ব্যাখ্যা : [৮৪] দাজ্জালকে হত্যা করার পর ঈসা (আ.) পৃথিবীতে সুখ-শান্তি দ্বারা শাসন করতে থাকবে । এমন সময় ২০৬৬ সালে "দাব্বাতুল আরদ্" নামক এক ধরনের প্রাণী জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে । কুরআনের সুরা নামলের ৮২নং আয়াতে এই প্রাণির কথা বলা আছে । আর হাদিসে বলা আছে এই প্রাণীর আগমন হলো কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিরাট একটি আলামত ।

প্যারা-৮৫

পাখনা বিহীন, অসংখ্য প্রাণী,
বিড়ালের অবয়ব ।
বাকশক্তিহীন দাত-বিশিষ্ট, তাদের–
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব ।

প্যারা-৮৬

বছর শেষেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল,
প্রকাশ পাইয়া আক্রমণ চালাবে,
তারা জনশক্তিতে সবল ।

ব্যাখ্যা : [৮৬] ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদের উত্থান ও পতনের পরবর্তী বছরই ২০৬৭ সালে (আল্লাহই ভালো জানেন) যুলকার নাইনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে । তারা বের হয়ে এসে মানব সমাজে আক্রমণ চালাবে । আর তারা জনশক্তিতে ব্যাপক সবল হবে ।

প্যারা-৮৭

হাতে থাকিবে তীর-ধনুক আর,
আকারে থাকিবে ভিন্ন ।
পশ্চাৎ হইবে পশুর ন্যায়,
দেহ সবল ও জীর্ণ শীর্ণ ।

ব্যাখ্যা : [৮৭] লেখক বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রধান অস্ত্রই হবে তীর-ধনুক । আর তারা আকারে বিভিন্ন ধরনের হবে । কেউ লম্বা, কেউ বেটে, কেউ মোটা বা কেউ চিকন ইত্যাদি । তাদের পিছন হবে পশুর মত, অর্থাৎ, পা হবে এমন যাতে করে লাফাতে পারে (যেমন : ক্যাংগারু) । আর হয়তো লেজও হতে পারে । (আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারা-৮৮

মানব জাতির অভিশাপ স্বরূপ
আগমন হইবে তাদের ।
হযরত ঈসা (আ.) করিবেন দোয়া,
সাহায্য চাইবেন রবের ।

প্যারা-৮৯

দুই-তৃতীয়াংশ মানব হত্যা করিবে,
প্রকাশ পাওয়ার পর ।
আসমান থেকে আসবে গযব,
তাদের ঘাড়ের উপর ।

ব্যাখ্যা : [৮৮] এই ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন মানুষের জন্য অভিশাপ, গজব, শাস্তির কারণ হবে । তখন ঈসা (আ.) আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবেন । **ব্যাখ্যা: [৮৯]**

ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে আসার পর, ঐ সময়ের পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তারপর, মহান আল্লাহ তাদের ঘাড়ের উপর কোন একটি অসুখ দিবেন, যা মহামারি আকার ধারণ করবে।

প্যারা-৯০

প্রকাশ পাওয়ার সনেই হবে
ধ্বংস পঙ্গপাল।
সুখ ও শান্তি আসিবে ফিরিয়া
দুঃখ যাইবে অন্তরাল।

প্যারা-৯১

শাসন আমল চলিবে ঈসা (আ.)-এর,
তেত্রিশটি বৎসর।
ওয়াফাত হবে, কবরস্থ হবে,
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যা: [৯১] ঈসা (আ.) দুনিয়ায় আগমন করে ৩৩ বছর জীবিত থাকবেন। তারপর তার ওয়াফাত (মৃত্যু) হবে। মুসলমানরা তার জানাজা সালাত আদায় করবে এবং দুনিয়াতে তাকে কবরস্থ করবে।

প্যারা-৯২

এরপর চলবে দুই-তিন বর্ষ,
শান্তিময় বসুন্ধরা।
তারপর সবাই ধীরে ধীরে হবে,
আদর্শ ও ঈমান হারা।

প্যারা-৯৩

অশ্লীলতা, পাপ-পঙ্কিলতায়,
ভরে যাবে ধরণী ফের।
কাবাগৃহের উপর আক্রমণ করিবে,
সৈন্যরা জর্ডানের।

ব্যাখ্যা :[৯২] বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর পর ২-৩ বছর তার আদর্শ মতে পৃথিবীবাসী চলতে থাকবে। তারপর সবাই ধীরে ধীরে ঈমান হারা হতে থাকবে। শয়তানকে অনুসরণ করতে থাকবে। **ব্যাখ্যা : [৯৩]** লেখক বলেছেন যে, ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর ১০ বছরের মধ্যেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উঠবে। জঘন্যতম অন্যায় তাদের দ্বারা হতে দেখা যাবে। অতঃপর, যুগ যুগের পবিত্র কাবাগৃহের উপর বর্তমান জর্ডানের ঐ সময়ের নেতার নেতৃত্বে অসংখ্য সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে।

প্যারা-৯৪

কাবাগৃহ ভাঙ্গবে জর্ডানী হাবশী,
একুশশত দশে তা হবে নিশ্চিহ্ন।
প্রকাশ্য জ্বেনায় মাতিবে তারা,
রাখিবে পাপের পদচিহ্ন।

প্যারা-৯৫

কাবাগৃহ ভাঙ্গার দশ বর্ষ পর,
আসিবে শীতল হাওয়া।
মুমিনেরা প্রাণ হারাইবে তাতে,
এটাই রবের চাওয়া।

ব্যাখ্যা : [৯৪] লেখক বলেছেন, যার নেতৃত্বে কাবাগৃহে ভাঙ্গা হবে, সে জর্ডানের একজন হাবশী বংশদ্ভোত ব্যক্তি হবে। এই মর্মাহত ঘটনা ২১১০ সালে ঘটবে। (আল্লাহু আলিম)। **ব্যাখ্যা : [৯৫]** লেখক বলেছেন যে, কাবাঘর যখন জর্ডানের এক হাবশী ভেঙ্গে ফেলবে (২১১০) তার ১০ বছর পর (২১২০) এক ধরনের শীতল হাওয়া আসবে। তার ফলে, যে সকল ইমানদার মুমিনগণ পৃথিবীতে টিকে ছিলো তাদের জান কবজ হয়ে যাবে। তারপর গোটা বিশ্বে তিল পরিমাণ ইমানও আর থাকবে না। (হাদিসে উল্লেখ আছে, 'শীতল হাওয়া দ্বারা মুমিনদের রুহ কবজ' কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী আলামত) তারপরে রবে শুধু ইমানহারা বেইমান, নিকৃষ্ট হতভাগা জাতি।

প্যারা-৯৬

ইমান ছাড়া পৃথিবী বাসী,
হইবে পশুর অধম।
নিকৃষ্টতার চূড়ায় পৌঁছাবে,
করিবে সকল সীমালঙ্ঘন।

প্যারা-৯৭

বছর শেষেই পশ্চিম দিকে,
হইবে সূর্যোদয়।
তাওবাহর দরজা হইবে বন্ধ,
আসিবে কিয়ামতের মহালয়।

ব্যাখ্যা : [৯৬] লেখক বলেছেন যে, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি থাকবে না তখন বাকি নরকিটা এতটা অশ্লীলতায় ডুবে যাবে, এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে, যা ইতোপূর্বে কোন জাতিই করেনি। তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে। **ব্যাখ্যা : [৯৭]** লেখক (আস-শাহরান) বলেছেন, ২১২০ সালে শীতল হাওয়া আসার ১ বছর শেষে বা ১ বছর শেষ হবার পর যে কোন সময়, যে কোন মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে। আর আমরা জানি, পশ্চিমে সূর্য উদয় যে দিন হবে তার থেকেই তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঐ দিনটিই হবে শেষ দিন, কিয়ামতের দিন।

প্যারা-৯৮

চলে আসিবে সেই মহা কিয়ামত,
বেশি দূরে নয় আর।
পৃথিবী বাসীকে এই কবিতায়,
করিলাম হুশিয়ার।

প্যারা-৯৯

গায়েবী মদদে পাইলাম কথন,
দুই-সহস্র-দশ-আট সালে।
অদ্ভুত এই "আগামী কথন"
ফলে যাবে কালে কালে।

ব্যাখ্যা : [৯৮] লেখক আস-শাহরান সতর্ককারীস্বরূপ সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামত বেশি দূরে নয়। খুব দ্রুতই চলে আসবে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হও! **ব্যাখ্যা : [৯৯]** লেখক আস-শাহরান বলেছেন এই কবিতার জ্ঞান তিনি গায়েবী মদদে লাভ করেছেন। ২০১৮ সালে তিনি এই আগামী কথন লাভ করেন। আর তিনি বলেছেন, অ ভুদভাবে সবাই দেখতে পাবে যে কালে কালে এই 'আগামী কথন' ঠিকই ফলে যাবে।

প্যারা-১০০

রহস্যময় এই পুথীগাথা,
খোদায়ী মদদে পাওয়া রতন।
শেষ করিলাম, আমি এক্ষণে,
পৃথিবীর "আগামী কথন"।

ব্যাখ্যা : [১০০] লেখক আস-শাহরান বলেছেন, আগামী কথন একটি রহস্যময় পুথিগাথা। যা তিনি, খোদায়ী মদদে পেয়েছেন অর্থাৎ, আল্লাহ নিজেই তাকে দান করেছেন। আর এই "আগামী কথন" লেখকের কাছে অমূল্য রতন। এই বলে তিনি তার আগামী কথনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

[ইনশাআল্লাহ তা বাস্তবায়ন হবে]

আল্লাহতালা কুরআন মাজীদে বলেছেন তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে তা কখন ঘটবে? তুমি বল, এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহ ও যমীনের উপর তা (কিয়ামত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে। তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে যেন তুমি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। বল, এ বিষয়ে জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। বি.দ্র (এখানে একটি বিষয় কি লক্ষ্য করেছেন আল্লাহ বলেন, তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দুটি জিনিস বুঝাতে পারেন (১) কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন আসমান জমিন একাকার করার মাধ্যমে বুঝাতে পারেন (২) আল্লাহর পরিকল্পনার অনুযায়ী কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছু যুগ আগে প্রকাশ করার সময় নির্ধারন করে রেখেছেন। যখন প্রকাশের সময় হবে তখন প্রকাশ

করবেন কাহারো ইলহামের মাধ্যমে। কাসিদায়ে সওগাত বলে ছিলো আধুনিকতা আসবে- এসেছে। আগামী কথন বলছে আধুনিকতা থাকবে না এবং রাসুল (স.) বলেছেন পৃথিবী অতীতে ফিরে যাবে তারপরে ইমাম মাহাদী (আঃ) আসবে। সুতরাং পৃথিবীর হায়াত ৭ দিন = সাত হাজার বছর হাদিছটি সহি প্রমান হয়। সুতরাং ৯৭ নম্বর প্যারা অবিশ্বাস করার কিছু নেই। **[শেষ করিলাম এখানে পৃথিবীর আগামি কথন বলতে বোঝা যায় পৃথিবী বাসীর জন্য এটাই শেষ ভবিষ্যত বাণী।]** (আল্লাহই ভালো জানেন) আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

ফিতনা সম্পর্কিত হাদীছ

হাদিস-৪০ঃ হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু জাফর (রহ.) বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.) এর কাছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন তখন হযরত মুসা (আ.) উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, হে মুসা! উক্ত ওম্মতের মাঝে আখেরী যুগে অনেক ধরনের বালা মসিবত প্রকাশ পাবে। একথা শুনে হযরত মুসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! এধরনের বালা মসিবতকালীনকে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে? জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, ঐ মুহূর্তে যারা ধৈর্য্য ধারণ করে ঈমানের উপর অটল থাকবে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বালা মসিবত সহজ হয়ে যাবে। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–২২]

হাদিস-৪১ঃ মুহাম্মদ ইবনু বাশশার আল আবদী (রহঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সূত্রে নবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত দিন শেষ হবে না (কেয়ামত হবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে জনৈক আযাদকৃত দাস শাসনকর্তা হবে। [সহীহ, সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ৭২০১ [ইসঃ ফঃ৭০৪৫ঃ ইসঃ সেঃ ৭১০১]] [সহীহ, সুনান আততিরমিজি (আল মাদানী প্রকাঃ) ২২২৮ [ইঃ ফাঃ ২২৩১; সহিহাহ ২৪৪১; আস-সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস ৭৭২]

হাদিস-৪২ঃ হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য পাঁচটি ফিৎনা নির্ধারণ করেছেন। প্রথমে ব্যাপক ফিৎনা হবে এরপর হবে খাস ফিৎনা। অতঃপর আবারো ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। তারপর আসবে খাছ ফিৎনা। তারপর এমন কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিৎনা প্রকাশ যদ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে। অতঃপর কিছু চুক্তি হবে এবং লোকজনকে পথভ্রষ্টার দিকে আহ্বানকারী প্রকাশ পাবে। যদি তখন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর অটল থাকার মত কোনো খলিফা বাকি থাকে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–৭৭]

ব্যাখ্যাঃ আমি মনে করি আমরা এখন এই পাঁচ ফিতনার কোন এক ফিতনার মাঝে জড়িয়ে আছি। এবং বিভিন্ন আলেমদের মাঝে সালাত আদায় ও জীবন চলার যাবতীয় সুন্নাহ ব্যবস্থা নিয়ে অসংখ্য মতানৈক্য রয়েছে এমতাবস্থায় কোন ওস্তাদের আক্বিদার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস না হয়ে আল্লাহর মনোনীত খলিফা ইমাম মাহামুদের অনুসরন করা নিশ্চই বুদ্ধিমানের কাজ কেননা আল্লাহতায়ালার মনোনীত খলিফাদের সহীহ আক্বিদার

উপরই প্রেরণ করবেন। যখন মুসরিক এর দল এই ভূমি দখল করতে আসবে তখন দেখবেনা আপনি কোন দলের অনুসারী। যখন ঘটবে এসব ঘটনা অন্তত তখন সবাইকে শতর্ক করুন এবং আল্লাহর হাবীবকে অনুসন্ধান করুন। বেদনায় মর্মাহত ক্লান্ত হৃদয়ে বলি হে মানব জাতি আর কত মনগড়া বোঝ নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবা? হে মানব জাতী বিলিয়ে দাও নিজেকে দ্বীন তালিমের কাজে। হে মানব জাতী আল্লাহ ও তার রাসুলের চেয়ে বেশি মহাব্বত অন্য কাউকে করো না।

হাদিস-৪৩ঃ হযরত নোমান ইবনে মোকাররিনি (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যা, এরশাদ করেছেন, ফিতনা এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন যারা এবাদতের ওপর অটল থাকবে তারা আমার প্রতি হিজরত করার প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–১৬৭]

হাদিস-৪৪ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে অতি পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে 'আল গুরাবা'। অর্থাৎ গরিবমিসকীনগণ। তার কাছে গুরাবা কারা জানতে চাইলে জবাবে তিনি বললেন, যারা দ্বীন সহকারে এদিক সেদিক পলায়ন ও আত্মগোপন করতে থাকবে, এক পর্যায়ে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ম (আ.) এর সাথে মিলিত হবে। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–১৬৮]

হাদিস-৪৫ঃ হযরত হারেস ইবনে ইয়াযিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে রাশেদ আস সাদাফী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বের হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম তিনি বলেন, আমি এক্ষুণি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাব্বারদের পর জনৈক জাব্বারের আবির্ভাব হবে, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াদেরকে শাস্তি দিবেন। এরপর মাহদী, মানসুর সালাম এবং গোত্রের জিম্মাদারগণ ক্ষমতাশালী হবেন। এসময় পার হওয়ার পর যদি তোমার মৃত্যুর সামর্থ্য থাকে তাহলে যেন সে মারা যায়।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–২৭০]

হাদিস-৪৬ঃ হযরত যুকিরবাত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সুফইয়ানী মিসরবাসীদের নিকট পৌঁছবে তখন সে মক্কাবাসীদের নিকট সৈন্যদল প্রেরণ করবে। উষ্ণতার থেকে বেশি পরিমাণে তারা মদীনাকে ধ্বংস করে দিবে। এমনকি যখন তারা খোলা প্রান্তরে পৌঁছবে তখন উক্ত প্রান্তর তাদের নিয়ে ধসে যাবে।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–৯৩৮]

হাদিস-৪৭ঃ হযরত আবু জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের নিয়ে ধসে যাবে। (সৈন্যদল নিয়ে যমিন ধসে যাবে।) ফলে বিকারগ্রস্তদের থেকে দুই জন ব্যতীত তাদের কেউ বাঁচবে না। তাদের দুই জনের নাম হল, ওবার এবং ওবাইর। তাদের দুই জনের চেহারাকে তাদের পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ–৯৪১]

হাদিস-৪৮ঃ হযরত যুহরী হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কূফাবাসীদের থেকে দুটি সৈন্য দল পাঠানো হবে একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে মারউ' এর দিকে। আরেকটি পাঠানো হবে হিজাজের দিকে। হেজাজের দিকে প্রেরিত সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ (যমিনে)

ধসে যাবে। আরেক এক তৃতীয়াংশ জন্তুতে পরিণত হবে। তাদের চেহারা হবে তাদের দুই কাধের মাঝে। (চেহারা থাকবে ডান কাধ বরাবর বা বাম কাধ বরাবর।) এভাবে যে, তারা তাদের যেমনি ভাবে পশ্চাতভাগ দেখতে পাবে তেমনি ভাবে তারা তাদের সম্মুখ ভাগও দেখতে পাবে। তারা তাদের পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিছন দিকে হাঁটবে। যেমনি ভাবে তারা পায়ের সামনের ভাগ দিয়ে হাঁটতো। (সম্পূর্ণ উল্টা হাঁটবে।) আর তাদের থেকে এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকবে। তারা মক্কার দিকে যাবে।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৪৪]

হাদিস-৪৯ঃ হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী ব্যতীত তাদের থেকে বাঁচতে পারবে না। (সুসংবাদ দানকারীর) সুসংবাদ হল যে, মাহদী আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা মক্কায় আসবে। অতপর ঐ ব্যক্তি তাদের সাথে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে মানুষকে সংবাদ দিবে। আর তার কথার সত্যতার প্রমাণ তার চেহারায় থাকবে। আর তা হল তার চেহারা তার পিছনের দিকে ঘুরে যাবে। ফলে মানুষ যখন তার ঘোরানো মাথা দেখবে তখন তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে। আর তারা জানবে যে, কওম বা জাতিকে নিয়ে যমিন ধসে গেছে। আর দ্বিতীয়টি হল তার অনুরূপ তার চেহারাও পিছন দিকে ঘোরানো থাকবে। সুফইয়ানী আসবে অতপর সে তার সাথীদের উপর আল্লাহ তা'আলা কি নাযিল করেছেন তা সম্পর্কে সংবাদ দিবে। যখন মানুষ তার মধ্যে আলামত দেখবে তখণ তার কথা সত্য হিসাবে মেনে নিবে। আর জানব যে, সে সত্য। আর তার উভয় ব্যক্তি হবে কাল্ব হতে। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৪৭]

হাদিস-৫০ঃ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আলামত হল- যখন তুর্কি জাতি তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। আর তোমাদের ঐ খলিফা মারা যাবে যে মাল সম্পদ জমা করেছিল। আর তার পরে দুর্বল একজন শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুই বছর পর তার বাইয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। দামেস্কের মসজিদের পূর্ব দিকের দুটি দেয়াল ধসে যাবে। সিরিয়া হতে তিনটি দলের বহিপ্রকাশ। পূর্বদিকের অধিবাসীদের মিসরের দিকে যাওয়া। আর সেটা সুফইয়ানীর আমারত বা নিদর্শন।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৬৩]

হাদিস-৫১ঃ হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের পরিবারবর্গের থেকে একজন ব্যক্তিকে মাওসেম নামক এলাকার আমীর বা নেতা বানানো হবে। অতপর তার সাথে এক সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতপর তারা যখণ মাওসেম নামক এলাকায় থাকবে তখণ তারা আকাশ হতে এক সম্বোধনকারীর আওয়াজ শুনবে। (সম্বোধনকারী বলবে) তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ যে, আমীর বা নেতা হল অমুক। আরেকজন সম্বোধনকারী যমিন থেকে সম্বোধন করে মিথ্যা বলবে। আকাশ থেকে সম্বোধনকারী সম্বোধন করে সত্য কথা বলবে। এভাবে বিষয়টি দীর্ঘ হবে। ফলে তারা উপলব্ধি করতে পারবে না যে, তারা কার অনুসরণ করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলবে যে সম্বোধনকারী আকাশে থাকবে। তার দ্বিতীয় আওয়াজটা যা সে আকাশ থেকে সম্বোধন করে প্রথম বার বলবে। যখন তোমরা উহা

শুনবে তখন তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার কালমা বা কথা হল উচ্চ। আর শয়তানের কালিমা হল নিচু। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৭৫]

হাদিস-৫২ঃ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (পৃথিবীতে) অনেক দল ও মতানৈক্যতা হবে। এমনকি আকাশ হতে হাতের তালু উদিত হবে। আর একজন সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই তোমাদের আমীর বা নেতা হল অমুক।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৮২]

হাদিস-৫৩ঃ হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একবার যিল কা'দাহ মাসে অনেক গোত্র দলভুক্ত হবে। আর যিলহাজ্ব মাসে হাজীদের লুট করা হবে। আর মুহাররামে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করবে। (ডাকবে)

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-৯৮৯]

হাদিস-৫৪ঃ হযরত কা'ব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকাল হলে আহলে বাইতের জনৈক লোক মানুষের জিম্মাদারী গ্রহণ করবে। তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে। তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবে এবং মানুষের একতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে। তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে খুবই কম সময়ের জন্য। তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের অন্য আরেকজন লোক তার উপর হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে। এরপর আরো অনেক লোক মারা যাবে। অতঃপর পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থকে বের করে নিয়ে আসবে এবং দুই নাহবের মাঝামাঝি জায়গায় তার সাথে ইয়ামানবাসীদের যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন। [আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-১১৩৫]

হাদিস-৫৫ঃ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনাতে ধৈর্য্য ধারণ করবে তারা ফিতনায় পতিত হবে না। সে আর কখনো জীবিত মৃত অবস্থায় ফিতনার মধ্যে পড়বে না। আর যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে অথচ তার অনুসরন করবে না, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন কোন ব্যক্তি খালেছ থাকবে আর দাজ্জালকে একবার মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে বলবে তুমি কে সেটা আমি ভাল করেই জানি। তুমি তো দাজ্জাল। অতপর সে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। আর দাজ্জাল তাকে তার ফিতনায় ফেলতে পারবে না। তার জন্য উক্ত আয়াতগুলি দাজ্জাল থেকে তাবীজের মতো হবে। সুতরাং সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে দাজ্জালের ফিতনা, বিপদ ও হীনতার পূর্বে তার ঈমান নিয়ে নাজাত পেল। আর যে তাকে পাবে সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের মত দাজ্জালের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান থাকে।

[আল ফিতান : নুয়াইম বিন হাম্মাদ-১৫২৪]

দাজ্জালের পরিচয়

হাদিস-৫৬ঃ নবী (সা.) দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "দাজ্জাল হবে স্থূলকায় লাল বর্ণের, কোঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙ্গুরের মত"। সহীহ বুখারী-৭১২৮

হাদিস-৫৭ঃ দাজ্জাল নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবে না। সহী মুসলিম-কিতাবুল ফিতান দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হল তার কপালে কাফির লেখা থাকবে। সহীহ বুখারী-৭১৩১

দাজ্জালের পৃথিবীতে অবস্থান

হাদিস-৫৮ঃ সাহাবীগণ রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, "সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত লম্বা। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত লম্বা। আর বাকি দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। আমরা বললাম, যেদিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, "না বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে।" সহীহ মুসলিম-কিতাবুল ফিতান হাদিস : আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা আমরা রাসূল (সা) সাথে ঘরে অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি দাজ্জাল বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি বৎসর এমনহবে যে, প্রথম বৎসর আকাশ তার এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ভূমি তার এক তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন করা বন্ধ করে দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ তার দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে, ভূমি তার দুই তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। তৃতীয় বৎসর আকাশ তার পরিপূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে, পাশাপাশি ভূমি ও তার ফসল উৎপাদন পরিপূর্ণ বন্ধ করে দিবে। ফলে গরু ছাগল ও প্রাণির প্রাণহানি ঘটবে। (মুসনাদে আহমদ-২৭৫৬৮)

হাদিস-৫৯ঃ হযরত সাফীনা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন দাজ্জালের সাথে দুজন ফেরেস্তা থাকবে, যারা দুজন নবীর আকৃতিতে তার (দাজ্জালের) সাথে সদা বিদ্যমান থাকবে। রাসূল (সা.) বলেন আমি ইচ্ছা করলে সেই দুজন নবীর নাম ও তাঁদের পিতার নাম বলতে পারবো। তাঁদের একজন তার (দাজ্জালের) ডান দিকে থাকবে আর অপর জন বাম দিকে থাকবে। এটা হবে পরীক্ষা স্বরূপ। দাজ্জাল তাদের উদ্দেশ্যে বলবে আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমি কি মানুষকে জীবিত করতে পারি না? আমি কি মৃত দান করতে পারি না? তখন একজন ফেরেস্তা বলবে তুই মিথ্যা কথা বলছিস। ফেরেস্তার এ কথা অপর ফেরেস্তা ব্যতীত আর কেহ শুনতে পাবে না। তখন অপর ফেরেস্তা তার জবাবে বলবে তুমি সত্য বলছ। দ্বিতীয় ফেরেস্তার কথাটি সকলেই শুনতে পাবে। ফলে মানুষ মনে করবে দ্বিতীয় ফেরেস্তা দাজ্জালকে সত্য বলছে, এটিও পরীক্ষা স্বরূপ হবে। (মুসনাদে আহমদ২১৯৭৯, মাজমাউয যাওয়ায়িদ-১২৫১৭)

স্বপ্ন হাদিছ

হাদিস-৬০ঃ বুখারীর হাদিস (স্বপ্ন অধ্যায়) রাসূল (সা.) বলেন- কেয়ামতের পূর্বে মোমেনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। কিয়ামতের কাছাকাছি সময় খুব কম স্বপ্নই অসত্য হবে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, এটা এই জন্য হবে যে, সেই সময়টা নবুয়্যাতের সময় ও প্রভাব থেকে অনেক দূরবর্তী হবে। বিশ্বাসীদেরকে স্বপ্নের মাধ্যমে কিছুটা পুষিয়ে দেওয়া হবে। যা তাদের কাছে সুসংবাদ বয়ে আনবে, অথবা তাদেরকে তাদের ঈমানের ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে ও দৃঢ় থাকতে সাহায্য করবে।

(বুখারী-৬৪৯৯, মুসলিম শরিফ-৪২০০)

হাদিস-৬১ঃ অন্য হাদিসে আছে, নবী (সা.) পর্দাটি তুলে নিলেন এবং দেখলেন যে হযরত আবু বক্কর ছিদ্দীক (রা.) এর পিছনে লোকেরা নামাজের সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বলেন হে মানুষ-নবুয়্যাত থেকে সুসংবাদ দিচ্ছে এমন কিছুই নেই একটি সত্য স্বপ্ন ছাড়া, যা একটি মুসলিম নিজের আছে বা অন্য কোন মুসলিম তার জন্য আছে।

(সুনানে আবু দাউদ-৮৭৬)

-ঃ ইলহামি বাণীঃ-

(১) দুনিয়ায় তাদের থেকে নির্বোধ ব্যক্তি আর কে হতে পারে, যাদের নিকট আল্লাহ তার মনোনীত ব্যক্তিদেরকে পাঠান, আর তারা তা গ্রহণ করে, অতঃপর সে সকল মনোনীত ব্যক্তিদের থেকে তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। (২) তারা কি তাদের ঘরবাড়ি, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে? অথচ তাদের জন্য অধিক কল্যাণ ছিল আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিদের সঙ্গী হওয়া। (৩) আল্লাহ তো তাদেরকে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে কল্যাণ দান করেছেন, আর তারা সে কল্যাণ থেকে বেখেয়াল হয়ে পড়েছে। (৪) আর আল্লাহ বেখেয়াল সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন না। (৫) তবে কেউ যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে। (৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। রেফারেন্স (৭ ১২ ২২)

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা

আসসালাসু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, প্রিয় পাঠক ভাইবোনদের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু মতামত পেশ করতে চাই। বইটিতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব আমার অন্তরে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসের স্থান দখল করেছে, তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারাও এই বইয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখুন এবং নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা অংকন করুন। কেননা আমাদের হাতে সময় খুবই কম। রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যৎবাণীর হাদিস, কাছিদায়ে সওগাত, আগামী কথন, আর বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি যুদ্ধ বিগ্রহ মুসলিম হত্যা এতো কিছুর পরেও কি বুঝতে বাকী আছে আমার আপনার তাকদিরে কী ঘটতে চলেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) একদিন বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আপনার ইন্তেকালের পর আপনার উম্মতদের নিকট আল্লাহর কালেমা বা বাণী কে পৌঁছে দিবে? রাসুল (সা.) বললেন কেন আবু বকর আমার ইন্তেকালের পর তুমি পৌঁছে দিবে। আবু বকর (রা.)

আবার প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূল (সা.) আমার মৃত্যুর পর কে এই দায়িত্ব পালন করবে? তখন রাসুল (সা.) বললেন আমার প্রতিটি উম্মতই এই দায়িত্ব পালন করবে। প্রিয় দ্বীনি ভাই-বোন রাসূল (সা.) আমাকে আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমরা তার কতটুকু পালন করতে পেরেছি তা নিজেকে প্রশ্ন করুন। আমি একজন অতি নগন্য মানুষ তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং মুসলিম ভাই-বোনদের কাছে অজানা বিষয়গুলো জানানোর জন্য এই বইখানা লেখেছি। কোন প্রকার ফেতনা সৃষ্টি করা এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সরল ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন– আমিন। বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি হলে আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই বইটি বুখারী শরীফ বা মুসলিম শরীফ এর বইয়ের মতো দামী নয় সাধারণ বই মনে করি কিন্তু এই বইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধুমাত্র ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন কত সন্নিকটে তা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন তথ্য একত্র করার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি মুসলিম হিসেবে আমাদের যা করার দরকার তাহলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে ভালোবেসে অজানা মানুষদের কাছে এ তথ্য পৌঁছে দেওয়া। শরীয়ত মোতাবেক পরিবার সমাজ ও দেশ গঠনে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ২০২৫-২৬ সালে যদি আধুনিকতা ও টেকনোলজি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে জনজীবন বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই অর্থনীতি খাদ্য উৎপাদন ও পারিবারিক গৃহসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বিভিন্ন কলকারখানার মালিকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ফেতনা ফ্যাসাদ হিংসা অহংকার, এ যাবতীয় বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা উচিত। যারা দুনিয়াতে ফেতনা সৃষ্টিকারী বা যাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালাই ফায়সালা করে রেখেছেন তাদের ব্যাপারে সাধ্য নেই কারো কিছু করার সুতরাং কিছু করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনার প্রয়োজন নেই মনে করি। ইমাম মাহমুদ এর আহব্বানে প্রত্যেক মুসলমানের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। কিতাবুল ফিতানের অধিকাংশ হাদীছ গুলো বর্তমান যুগের সাথে যথেষ্ট মিল আছে। তাই কিতাবুল ফিতানে দৃষ্টি রাখা উচিত। দ্বীনের জন্য যারা জালিমদের নিকট বন্দী রয়েছে তাদের নিকট ইমাম মাহমুদ ও মাহদী (আ.) এর আগমনের বার্তা পৌঁছে দিয়ে ধৈর্য্য ধরার সান্ত্বনা দেয়া উচিত। বিশ্ব মুসলিম ও আলেমদের নিকট এ তথ্য পৌঁছে দেওয়া উচিত। যুদ্ধ বিগ্রহ চলাকালীন মানুষকে শহর ছেড়ে পল্লীতে পাড়ি জমানো উচিত নিরাপদের জন্য।

কোন হিন্দু, খ্রিষ্টান অন্যান্য ধর্মাবলম্বি ভাই বোন যদি এই তথ্যগুলো পেয়ে অসন্তুষ্ট হওন, তাদের বলব ধৈর্য ধরে একটু বোঝার চেষ্টা করুন সবকিছু। কখনো কী নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে, পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা একজন। তার কাছে কোন ধর্মটি গ্রহণযোগ্য বা তার ধর্ম কোনটি? মহান আল্লাহ তা'য়লা কুরআন মাজিদে বলেন-আল্লাহ তা'য়লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। তিনি আরো বলেন যদি ভূ-মন্ডল ও নভো মন্ডলে এক আল্লাহ ব্যতীত একাধিক স্রষ্টা থাকতো তাহলে ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলে গন্ডগোল সৃষ্টি হতো। স্বাভাবিক ভাবেই ভেবে বুঝে দেখুন না একাধিক স্রষ্টা থাকলে তো নির্দিষ্ট ভাবে রাতের পরে দিন আর সূর্য অস্ত এবং উদয় হত

না, বিভিন্ন মতানৈক্য দেখা দিত। অমুসলিমদের অনেকেই মনে করেন যে দেব, দেবী, আগুণ, গাছ, সূর্য এসবের মাধ্যমে আমরা এক প্রভুর ইবাদত করি, কখন ও কি জানতে চেয়েছেন? আপনার সৃষ্টি কর্তার এবাদাত সৃষ্টি কর্তা কি ভাবে করার আদেশ দিয়েছেন? আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন আমি আপনাকে (মোহাম্মাদ সাঃ কে) সমগ্র মানবজাতীর জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রুপে পাঠিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সুরা আস সাবা আয়াত ২৮। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, যে হযরত মোহাম্মদ সাঃ কে মান্য করলো সে আমাকে মান্য করল যে মোহাম্মাদ (সা.) কে অমান্য করল সে আমাকে অমান্য করল। অন্যান্য ধর্মের ভাই বোনদেরকে আমি দাওয়াত করছি আপনারা এক আল্লাহর এবাদত করুন মোহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্যের মাধ্যমে। কি মূল্য আছে এই জীবন যে জীবন আল্লাহকে সঠিক ভাবে চিনেনা। অপরদিকে আমরা মুসলিম হওয়ার পরেও ইসলাম কে কত খন্ড বিখন্ড করে এক আলেম আরেক আলেমের শুধু দোষটাই বড় করেছে। আর নিজের অনুসারি সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। মুসলিম হয়েও আমরা প্রতিটি আসবাব পত্রে প্রাণীর আর্টওয়ার্ক দিয়ে শিরক করে যাচ্ছি, আবার প্রিয় মৃত মানুষ দের ভালোবেসে তাদের ছবিতে, মূর্তিতে মহব্বতের নামে শিরক করে যাচ্ছি, যে কারণে আল্লাহ তা'য়লা আমাদের আযাবের ফয়সালা করে রেখেছেন ২০২৫/২৬ সালে। খেলনা হিসেবে বাচ্চাদের পুতুলের খেলার নামে শিরকের বোঝা বহন করে যাচ্ছি। এই প্রধান পাপ গুলোর ব্যাপারে কারো মিছিল নেই। আমার এই বইখানা যার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে তিনি ছাপিয়ে বিভিন্ন ভাষায় দেশ বিদেশ প্রচার করতে পারেন-বিশেষ করে আগামি কথন অবশ্যই বিশ্বের সকল আলেমদের নিকট পৌছানো দরকার। প্রকৃত ইমাম মাহমুদ এর পূর্বে হিন্দুস্থানে ভন্ড মাহমুদ মিথ্যা দাবিদার প্রকাশ হবে তার থেকে বিরত থাকার মেসেজ হিন্দুস্থানের আলেমদের দেওয়া উচিত। আগামী কথনের মূল বইতে প্রত্যেক প্যারাই ব্যাখ্যা বিশিষ্ট। বইটি বড় হওয়ার কারণে সকল ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়নি তাই দু:খিত। সকল তথ্য যেখানে পাবেন নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

শাহ নিয়ামত উল্লাহ রহঃ এর ইলহামি ভবিষ্যৎ বাণী "কাসিদায়ে সওগাত" "Play Store & Youtube" এ। আশ শাহরান এর "আগামি কথন" "Google & Youtube" এ।"ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক" এই বইটি গুগুল থেকে পড়ার অনুরোধ রইল আপনাকে। লেখক রাশেদুর রহমান সুমন বগুড়া হাটশেরপুর ইউনিয়ন। **"মুসলিম উম্মাহর সতর্কবাণী"** এই বইটি ইংশাআল্লাহ "Google" পাবেন।

উপসংহার

মানবজাতির অধিকাংশই যখন অপরাধের সীমা অতিক্রম করে থাকে তখন আল্লাহ তা'য়লার ইচ্ছা পরিকল্পনা গুলো শতর্ক বার্তা হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন। কখনও ওহীর মাধ্যমে কখনও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে কখনও তার পছন্দনীয় বান্দার ক্বলব বা দিলে ইলহামের মাধ্যমে। খেয়াল করে বুঝতে হবে যে, কুরআন যেমন আল্লাহর বাণী তেমনই ইলহামী ভবিষ্যত বাণীও আল্লাহর বাণী। তবে কুরআনের সমান মর্যদা ইলহামি বানীর নয়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা গুলো পৃথিবীতে প্রেরণ প্রক্রিয়াটা শুধু ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং

ইলহামি বাণী এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। তবুও যদি এ বইটি এবং ইলহামী ভবিষ্যত বাণী আপনার গ্রহণ যোগ্য মনে না হয় বইটি যতন করে রেখে মাত্র ১ থেকে ২ বছর অপেক্ষায় থাকুন ফলাফল পেয়ে যাবেন। সুতরাং দ্বীনি ভাই আপনার নিকট আকুল আবেদন ইমাম মাহমুদ এই হাদীস গুলোর মাত্র নামটি মুসলিম সমাজে পরিচিত করে তোলার জন্য আপনাকে আবেদন করছি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা কৌশলে আলোচনায়। যেহেতু হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন মুশরিকরা ফিতনা সৃষ্টি করার পর একদল মুসলিম নিজেদেরকে যোগ্যবান ভেবে দুর্বল ব্যক্তি (ইমাম মাহমুদ) কে অমান্য করে মুশরিকদের দিকে ধাবিত হয়ে পরাজিত হবে। সুতরাং এরা হবে নেক সুরতে পথভ্রষ্ট আল্লাহর মনোনীত ইমাম কে গ্রহণ না করার ফলে। আপনার দাওয়াতি কাজের উছিলায় একজনকে হলেও আল্লাহ তা'য়লা সঠিক পথ দেখাবেন আশা করি। এখানে যেহেতু রাসূল (সাঃ) বলেছেন সে সময় খুব কম লোকই ইমাম মাহমুদকে চিনবে। তাহলে এ হাদিস সত্য প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন কেউ চিনেনা তাকে। সুতরাং এখন ইমাম মাহামুদ কে পরিচিত করে তোলা ইমানি দায়িত্ব। আল ফিতানের ৭৭ নং হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ফিতনা সময় তখন যদি আল্লাহর মনোনীত কোন খলিফার আগমন বাকী থেকে থাকে তাহলে তার আনুগত্য কর। সুতরাং আমাদের তাই করা উচিত। বলতে পারেন এখন আপনার কি দায়িত্ব বা করনিয়? এই বইয়ের বার্তা অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যান। পারিবারকে গুছিয়ে নিন এবং গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য নিজেকে তৈরি করুন ইনশাআল্লাহ। দ্বীন ইসলাম প্রিয় সম্মানীত মা বোনদেরকে উপদেশ হিসেবে বলতে চাই আপনার পরিবারের পুরুষদের মধ্যে থেকে (বাবা, ভাই, স্মামী বা সন্তান) কোন একজনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করুন গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য আহব্বান আসলে তাতে অংশগ্রহন না করলে তাহলে সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। গাজওয়াতুল হিন্দে শহীদ ব্যক্তি বদর যুদ্ধের শহীদদের সমান মর্যাদা পাবে এবং ৭০ জনের জন্য সুপারীশ করার অনুমতি দান করবেন আল্লাহতায়ালা। আর কথা বাড়াতে চাই না আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বোঝ দান করুন এবং আল্লাহর মনোনীত আমিরদের আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন আমিন। আমার কোন ভুলের জন্য আমাকে সংশোধন করে দিবেন এবং আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। হে আল্লাহ আমি তোমার প্রশংসা সহ পুত ও পবিত্রতা ঘোষনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই সমীপে তওবা করছি। সকলের মঙ্গল কামনা করে আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ।

ইতি,
রাকিবুল ইসলাম (বাবলু)
টাঙ্গাইল